CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 January 2022 ■ আগরতলা ৮ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ২৩ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার চোখ রাঙানিতে সন্ত্রস্ত ত্রিপুরা বিজেপির কর্মসূচি বাতিল, নাড্ডা আসছেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় হটাত করোনার চোখ রাঙানির জেরে প্রদেশ বিজেপি আগামী ১৫ দিনের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা দিয়েছে। সে মোতাবেক বিজেপি সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার প্রস্তাবিত আগামী ১০ জানুয়ারি দুই দিনের ত্রিপুরা সফরও আপাতত স্থগিত হয়েছে।

প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দেশের সর্বত্র করোনার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে করোনার নতুন ভ্যারিয়ান্ট ওমিক্রন নিয়েও আতঙ্ক বেড়েই চলেছে। যদিও ত্রিপুরা এখনো সুরক্ষিত এবং যেকোন বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরী রয়েছে। কিন্তু বিষয়টি খাটো করে দেখার মতো নয় বলে মনে করে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কমিটি।

তাঁর কথায়, উদ্ভুত পরিস্থিতির নিরিখে বিজেপি প্রদেশ নেতৃত্ব শুক্রবার সন্ধ্যায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনাক্রমে অন্যান্য অনেক রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও আগামী ১৫দিন পার্টির যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, আগামী ১০ জানুয়ারী বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা ত্রিপুরা সফরে আসার সূচী নির্ধারিত হয়েছিল। ১১ জানুয়ারী তিনি প্রদেশ কার্য্যকারিণী বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত সফরসূচী স্থগিত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠক সমেত যাবতীয় কার্যক্রমের প্রস্তুতিতে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ১৫ দিন বাদে সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হবে এবং তার নিরিখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে দল। তবে এই সময়কালে পার্টির কার্যকতাদের ধারাবাহিক সেবা কর্মসূচী চালু থাকবে এবং পার্টির কার্যকর্তারা যেকোন বিপরীত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সর্বক্ষন তৈরী থাকবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনায় কসবেশ্বরী মন্দিরে যজ্ঞ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নিজস্ব ছবি।

কোভিড বিধি পালনে কড়া নির্দেশিকা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে বাড়তে শুরু করেছে করোনার সংক্রামণ। তাই, রাজ্য সরকার কোভিড বিধি মেনে চলার কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে। মুখ্য সচিব কুমার অলক এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে করোনা মোকাবিলায় কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে জেলা শাসকদের ১৪৪ ধারা বলবৎ নিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। মাস্ক পরিধানে কঠোর হওয়ার জন্য তিনি সকলকে অবগত করেছেন। অন্যথায় জরিমানা আদায় নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি সামাজিক দুরত্ব মেনে না চললেও জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিকে, বাড়িতে একান্তবাস পালনে নিয়ম উল্লঙ্ঘন হলেও জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুজিবুর ইসলাম মজুমদার খুন হয়েছেন মামলা ৩০২ ধারা যুক্ত করুক পুলিশ : সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। তৃণমূল নেতা মুজিবুর ইসলাম মজুমদারের খুন হয়েছে। তাই, তাঁকে মারধরের মামলায় খুনের দায়ে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ৩০২ ধারা যুক্ত করে চার্জশিট দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। আজ তিনি বিধায়ক আশীষ কুমার সাহাকে সাথে নিয়ে মুজিবুর ইসলামের বাড়িতে যান এবং তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

প্রয়াত মুজিবুর ইসলামের বাড়ি থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুদীপ বাবু বলেন, গত ২৮ আগস্ট দুস্কৃতিদের হাতে নিজ বাড়িতেই গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন মুজিবুর। তাঁর ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং মাটিতে ফেলে তাঁকে বুট দিয়ে মেরেছিল দুস্কৃতিকারীরা। তাতে তিনি সুস্থ হতে পারেননি।

সুদীপ বাবু বলেন, মুজিবুর ইসলামের মতো ভদ্রলোক রাজনীতির আঙ্গিনায় পাওয়া দুস্কর। তাঁর কোন শত্রু ছিল না। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা সবাই মর্মাহত এবং ব্যথিত। বিজেপি বিধায়ক দাবি জানান, মুজিবুর ইসলামকে মারধরের মামলায় এখন ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০২ ধারা যুক্ত করা হোক। কারণ, দুস্কৃতিকারীরা তাঁকে খুন করেছে। তাই, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের ধারায় মামলা হোক এবং ওই ধারা যুক্ত করে পুলিশ চার্জশিট জমা দিক।

সুদীপের কথায়, মুজিবুর ইসলাম আজ আমাদের মধ্যে নেই মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ, তাঁর সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার আরও ভয়াল থাবা ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১০৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। দৈনিক সংক্রমণ অনেকদিন বাদে ২৪ ঘন্টায় শতক পার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই, সাম্প্রতিককালের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। সারা দেশেই গত ২৪ ঘন্টায় করোনার সংক্রমনে মারাত্মক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম হতে পারল না। স্বাভাবিকভাবেই, ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমনে দ্রুত বৃদ্ধি রাজ্যবাসীকে গভীর চিন্তায় ফেলবে।

গত ২৪ ঘন্টায় এক লাফে অনেকটা বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। সেই সুবাদে বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের হারও। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১০৩ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ফলে, দেশ জুড়ে ওমিক্রনের ভয়াবহতার মাঝে ত্রিপুরায় সংক্রমণের হারে বৃদ্ধির প্রবণতায় নিঃসন্দেহে চিন্তা মুক্ত থাকা যাচ্ছে না। অবশ্য সুস্থতার খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু, একজনের মৃত্যুও হয়েছে। তাতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৩০ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ৫৩৬ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ২৭৯৪ জনকে নিয়ে মোট ৩৩৩০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১৫ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৮৮ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১০৩ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার বেড়ে হয়েছে ৩.০৯ শতাংশ। গতকাল ৮৩ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ২.৭৫ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৩০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮৫৪০০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪১৭৬ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৩.৯০ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৮.৬৪ শতাংশ। এদিকে ০.৯৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮২৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬২ জন, উত্তর জেলায় ১৪ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৮ জন, দক্ষিণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে ৩টি দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর / বিলোনিয়া, ৭ জানুয়ারি ।। মন্দির নগরী উদয়পুরের টেপানিয়া ব্লক সংলগ্ন বাজার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার চিত্রা অফিস বাজারে শুক্রবার সকালে পৃথক অগ্নিকাণ্ডে ৩টি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অপর একটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, উদয়পুরের টেপানিয়া ব্লক সংলগ্ন বাজারে শুক্রবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারিরা দোকানের ভেতর থেকে ধোয়া বের হতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণকারীরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। শাটার লাগানো দোকানের ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা শাটার ভেঙে ভেতরে ঢুকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। ততক্ষণে দোকানের ভিতরে যাবতীয় জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। পাশাপাশি দুটি দোকান সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের দাবি, দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসায় পার্শবর্তী অন্যান্য দোকানপাট রক্ষা করা সম্ভব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০০ কনস্টেবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি, এই প্রথম রূপান্তরিত লিঙ্গের প্রার্থীদেরও মিলবে সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সমগ্র রাজ্যবাসীর জন্য নিরলস কাজ করে চলেছে তার আরও একটি উদাহরণ সামনে এসেছে। টিএসআর নিয়োগে বেকারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই আরও ৫০০ কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। আজ তার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তাতে, প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা পুলিশে রূপান্তরিত লিঙ্গের প্রত্যাশীকেও চাকুরীর আবেদনের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

টিএসআর নিয়োগে মেধা তালিকা প্রকাশিত হতেই ত্রিপুরা জুড়ে ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি অবলম্বন করে মেধা তালিকা নির্ণয়ে কেবলমাত্র যোগ্যদেরই বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু, বঞ্চিত বেকাররা তাতে আশ্বস্ত হননি এবং তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ক্ষোভের আগুন নেভাতে ত্রিপুরা সরকার তড়িঘড়ি ত্রিপুরা পুলিশে আরও ৫০০ কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক আজ বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

সবচেয়ে তাতর্য্যপূর্ণ বিষয় হল, এই প্রথম রূপান্তরিত লিঙ্গের চাকুরী প্রত্যাশীও আবেদনের সুযোগ পাবেন। তাঁদের মহিলা প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে, এমনটাই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৫০০ কনস্টেবল পদে ৫১ জন মহিলা এবং ১৭ জন প্রাক্তন সেনা কর্মী নিয়োগ করা হবে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় ৮৫ নম্বর এবং ইন্টারভিউর জন্য ১৫ নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে বয়সী প্রত্যাশীরা চাকুরীর জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। এসটি এবং এসসি প্রার্থীদের জন্য বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, সাধারণ শ্রেনীর জন্য ন্যুনতম মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং এসটি ও এসসি-দের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পাস শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগে শারীরিক যোগ্যতার মানদন্ড একই রয়েছে। এমনকি, রূপান্তরিত লিঙ্গের প্রার্থীদের যোগ্যতা সহ মহিলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং নির্বাচন পদ্ধতি অন্যান্য মহিলা প্রার্থীদের মতই হবে। পাশাপাশি চাকুরী প্রত্যাশীদের বাংলা এবং ককবড়ক ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী ১৭ জানুয়ারি দক্ষিণ জেলা থেকে শুরু হবে এবং ১১ মার্চ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সমাপ্ত হবে। কর্মসংস্থানে ত্রিপুরা সরকারের আবারও বড়সড় পদক্ষেপে বেকার মহলে অনেকটাই স্বস্তি ফিরবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার কর্মসংস্থান ইস্যুতে ক্রমাগত সমালোচিত হচ্ছে। সেই সুযোগে বিরোধীরা রাজনীতির ময়দান গরম করে চলেছে। কিন্তু, টিএসআর নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশে আরো লোক নিয়োগ চাপ অনেকটা কমাবে বলে মনে হচ্ছে।

অসমে আজ থেকে নৈশ কারফিউ জারি, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বন্ধ স্কুল

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দুরন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চেইন ভাঙতে অসম সরকার ফের নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) জারি করেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন রোধে আগামীকাল শনিবার (৮ জানুয়ারি) থেকে বলবৎযোগ্য নয়া করোনা-বিধির তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গত মঙ্গলবার থেকে অসমে দ্রুতগতিতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল একদিনে আট শতাধিক (৮৪৪ জন) কোভিড সংক্রমিতের তথ্য এসেছে। এর মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে গুয়াহাটি মহানগর। তাই প্রথমত নৈশ কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল রাত ১০টা থেকে পরেরদিন ভোর ছয়টা পর্যন্ত বলবৎ হবে নৈশ কারফিউ। তাছাড়া সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেমন মুদি দোকান, ফলমূল, দুধের দোকান, হাট-বাজার ইত্যাদি রাত নয়টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। রেস্টুরেন্ট, ধাবা ইত্যাদি ৫০ শতাংশ গ্রাহকের উপস্থিতিতে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে রেস্টুরেন্ট, ধাবা ইত্যাদি থেকে অনলাইন অর্ডারের খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক, আজ থেকেই সর্বাবস্থায় মুখে মাস্ক পরতে হবে। না-হলে এক হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করবে পুলিশ। তাছাড়া প্রকাশ্য স্থানে থু-থু ফেললেও পুলিশ এক হাজার টাকা জরিমানা আদায় করবে, সতর্ক করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, এছাড়া আগামীকাল থেকে রাজ্যের সব স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে গুয়াহাটি তথা কামরূপ মেট্রো জেলায় বন্ধ থাকবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তাছাড়া, নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণির ক্লাশ চলবে অল্টারন্যাটিভলি, অর্থাৎ একদিন পর পর বিকল্প পদ্ধতিতে। এছাড়া স্নাতক-স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যালের ক্লাশ চলবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা রাজ্যে বিজেপি মহিলা মোর্চার মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনায় বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আজ ত্রিপুরায় মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ করা হচ্ছে। সারা ত্রিপুরায় ৬৪টি স্থানে ওই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কসবা কালীবাড়িতে যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন।

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাঁর নিরাপত্তা ঝুকির সম্মুখীন হয়েছিল। বাধ্য হয়ে তাঁকে জনসভায় অংশ নিয়েই ফিরে যেতে হয়েছে। ওই ঘটনায় দেশ জুড়ে তোলপাড় অবস্থা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে গতকাল আগরতলায় মেহের কালীবাড়িতে পুজো দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় ফ্লাইওভারে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনায় কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ওই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানিয়ে দেশবাসী তার যোগ্য জবাব দেবেন বলে মন্তব্য করেন।

এদিকে, গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী প্রধানমন্ত্রীর কনভয় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে দলের তরফে নিন্দা জানিয়েছেন। ওই ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সন্ধ্যায় বিজেপি মশাল মিছিল বের করেছে। ওই মশাল মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও অংশ নিয়েছেন। মিছিল থেকে পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে।

আজ ত্রিপুরায় ৬৪টি স্থানে মহা মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করেছে বিজেপি মহিলা মোর্চা। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্য, ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলপথে ত্রিপুরার সাথে জুড়ছে মণিপুর

আগরতলা-জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রেলপথে ত্রিপুরার সাথে জুড়ছে মণিপুর। আগামীকাল আগরতলা-জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। আগরতলা থেকে জিরিবামের দুরত্ব মাত্র ছয় ঘন্টায় অতিক্রম করবে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। পথে পাঁচটি স্টেশনে বাণিজ্যিক স্টপেজ দেবে। ওই ট্রেনে মোট ১০টি কামরা থাকবে। ২টি এসি, ৬টি নন-এসি এবং ২টি সাধারণ শ্রেনীর কামরা থাকবে ট্রেনে।

গতকালই পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুনিত কৌর জানিয়েছিলেন, জিরিবাম-আগরতলা রেল পরিসেবা চালু করার প্রস্তাব রেল বোর্ডের কাছে পাঠানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই অনুমোদন মিলবে। অনুমোদন মিললে ওই রুটে রেল পরিষেবা শুরু করা হবে।

আজ তিনি জানান, আগরতলা-জিরিবাম রেল পরিসেবা শুরু করার জন্য রেল বোর্ড থেকে অনুমোদন এসেছে। আগামীকাল দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব দুপুর ২টায় ১২০৯৭ আগরতলা-জিরিবাম জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এবং ১২০৯৮ জিরিবাম-আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন। ওই অনুষ্ঠানে আগরতলা থেকে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, রাজ্যসভার সাংসদ ঝর্না দাস বৈদ্য এবং স্থানীয় বিধায়ক মিমি মজুমদার। মণিপুর থেকে উপস্থিত থাকবে মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহ, কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী ড় রাজকুমার রঞ্জন সিংহ, পরিবহণ মন্ত্রী ভুংজাগিন ভাল্টে, রাজ্যসভার সাংসদ মহারাজা সানাযাওবা লেইসাম্বা, সাংসদ এম.সি. মেরি কম এবং বিধায়ক রাজকুমার ইমো সিংহ। জিরিবাম স্টেশনে সুপস্থিত থাকবেন সাংসদ ড় লোর্হ এস. প্লজে এবং বিধায়ক আশাব উদ্দিন।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিকের কথায়, ওই ট্রেন প্রতি সোম, বুধ এবং শুক্রবার যাতায়াত করবে। আগরতলা থেকে সকাল রওয়ানা দিয়ে দুপুর ১২টায় জিরিবাম পৌছাবে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। তেমনি, জিরিবাম থেকে বিকেল ৪টায় রওয়ানা দিয়ে রাত ১০টায় পৌছাবে ওই ট্রেন। যাত্রী সাধারণ ওই ট্রেন চালু হলে দারুনভাবে উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন তিনি। তিনি বলেন, আগরতলা এবং জিরিবামের মধ্যে আমবাসা, ধর্মনগর, করিমগঞ্জ, বদরপুর এবং অরুনাচল স্টেশনে ওই ট্রেন বাণিজ্যিক স্টপেজ দেবে।

আচমকা বন্ধ লাইভ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজের সবকটি হাসপাতালে আচমকা লাইভ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। জিবি,আইজিএম, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলা হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু ছিল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে হঠাৎ প্রত্যেকটি লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য এই পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

কেন এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হলো সে সম্পর্কে দফতরের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিক কারণেই রোগী সহ সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা প্রদান এর ফলে বহু প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এই লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স দিয়ে বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল থেকে মুমূর্ষু রোগীদের জিবি হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের পাঠানো হতো। এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগীদের জরুরী ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো রীতিমতো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষের পক্ষে গাড়ি ভাড়া করে জিবি, আইজিএম কিংবা ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসা সম্ভব নয়।

শুধু তাই নয়, বেসরকারি কোন লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নেই রাজ্যে। স্বাভাবিক কারণেই মুমূর্ষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৯৪ ◘ ৮ জানুয়ারি ২০২২ ইং ◘ ২৩ পৌষ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন

আমাদের দেশে আজও সব মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মিটে নাই। খেতে না পাইয়া অপুষ্টিতে ফি বছর বহু মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারাইয়াছে। এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সব মানুষের জন্য দু'বেলা পেট ভরা খাবারের ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় নাই! তাহার পরিবর্তে দেশের মানুষকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দিবাস্বপ্ন দেখানো হইতেছে। সগর্ব ঘোষণা, ভবিষ্যতে দেশের গ্রাম শহরে ছড়াইয়া থাকা ব্যাঙ্কের শাখা আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না। মানুষ যাবতীয় আর্থিক লেনদেন করিবেন অনলাইনে, ডিজিটাল মাধ্যমে। এটা নাকি এমনই এক আধুনিকতা যাহার মাধ্যমে অর্থনীতিতে নতুন বিপ্লব আসিবে। সন্দেহ নাই, পরিকল্পিত এজেন্ডা নিয়া এগতে চাইছে সরকার। এই পরিকল্পনার আসল কথাই হইল, দেশের গরিব, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনযাত্রার মান সেই তিমিরেই পড়িয়া থাকিবে। অর্থনীতির বারোটা বাজানো মৃত্যুঘণ্টা ফাঁস হইয়া ঝুলিবে মধ্যবিত্তের গলায়। সরকার শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের সেবায় মগ্ন থাকিবে। এটাই স্বপ্নের আধুনিক ভারতের ছবি। যাহার একটি স্তম্ভ ডিজিটাল লেনদেন।

একথা ঠিক, আমাদের এই প্রাচীন দেশে আর্থিক লেনদেনের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। এক সময়ে পণ্যের আদানপ্রদানের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন হতো। তারপরে এল ধাতুর ব্যবহার। পরে ধাতুর জায়গা নিল মুদ্রা। তারপর কাগজের নোট। এই নোট বা টাকার আদানপ্রদানই এখন অধিকাংশ মানুষের লেনদেনের মূল চাবিকাঠি। এই ব্যবস্থা পাল্টে দিতে চাইছে সরকার। এ নিয়া কোনও দ্বিমত নাই যে, আজকের দিনে প্রযুক্তির হাত ধরিয়া অনলাইন আদানপ্রদান ক্রমশ জনপ্রিয় হইতেছে।তাহা অনেক সুবিধাজনকও। এই ব্যবস্থা যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে তাহা দেখা উচিত যে কোনও সরকারেরও। বিভিন্ন সরকারি সমীক্ষা বলিতেছে, ১৩৫ কোটি মানুষের এই দেশ জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু উন্নত দেশের চেয়ে কয়েক ধাপ পিছাইয়া রহিয়াছে। আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসহ বাচিয়া থাকিবার ন্যূনতম চাহিদা মেটাইবার দায়িত্ব পালনের কথাও বলা আছে। সেই দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও তাহা অনেকক্ষেত্রেই অধরা। এদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজ নেই কোটি কোটি মানুষের। প্রত্যেক গ্রামে এখনও শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়িয়া ওঠেনি। আর এটাই বাস্তব সত্য যে, একটা সমাজকে উন্নত আধুনিক করিয়া তুলিতে হইলে সে দেশের ঘরে ঘরে প্রাথমিক শিক্ষার আলোটুকু পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরি। সে সব না করিয়া এদেশে কী করিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল লেনদেন সম্ভব? দেশের সব গ্রামে এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কের শাখা নাই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের একটা অংশের মানুষ কোনওদিন ব্যাঙ্কের দরজায় পা রাখেননি। তাঁহাদের যা আয় তাহা লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেনের এমন করুণ ছবি যেখানে স্পষ্ট সেখানে এইসব মানুষের কাছে দৈনিক যাবতীয় লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে করা জাগিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিবার মতো বিষয়। ডিজিটাল লেনদেনের জন্য সর্বাগ্রে দরকার স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপ। তাতে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা বাধ্যতামূলক। দেশের কত পরিবারের কাছে সে সুযোগ রহিয়াছে? এছাড়াও যাঁহারা প্রবীণ মানুষ তাঁহাদের অনেকের পক্ষেও-বা কতটা ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সড়গড় হওয়া সম্ভব? মুশকিল হইল, আমজনতা যাহি বুঝিতে পারে, সরকারের বিশেষজ্ঞ মাথারা তা বোঝেন নাতেমনটা নয়। আসলে আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে পিছনে রাখিয়া দেশের গায়ে আধুনিকতার ছাপ দিয়া সস্তা কৃতিত্ব পাইতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার সরকারের নীতি হইল, দেশের মূল সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া বাইরের চাকচিক্য প্রদর্শন। এর আর একটা উদ্দেশ্য হইল, ডিজিটাল আদানপ্রদানের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয় বিপুল সংখ্যক কর্মী সংকোচনের পথে হাঁটা। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ এবং সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। পুরো মাত্রায় ডিজিটাল লেনদেন চালু হইলে তাহাতে যে ষোলোকলা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। মানুষের ভোগান্তি, সুবিধা অসুবিধা নিয়া অবশ্য এই সরকারের কোনও মাথাব্যথা নাই।

রাজ্যপালই জানেন না কেন্দ্রের গাইড লাইন, আমাকে প্রশ্ন করেন, তোপ মমতার

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : "কেন্দ্রের গাইডলাইন মেনেই কাজ করেছি। কিন্তু রাজ্যপাল না জেনেই প্রশ্ন করেছেন।" চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ভার্চুয়ালি উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর সামনেই রাজ্যপালকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে করোনা কালে পরামর্শদাতা নিয়োগ নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছিলেন রাজ্যপাল। বিষয়টিকে তুলে ধরেই প্রধানমন্ত্রীর সামনে রাজ্যপালকে জবাব দিলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, "একটা কথা স্পষ্ট, কেন্দ্র আমাদের যা নির্দেশিকা গাইডলাইন দেয়, আমরা সেটা অনুসরণ করেই কাজ করি। আমাদের চলার পথটা যতই আলাদা হোক না কেন!" বিভিন্ন দফতরে পরামর্শদাতা কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য গত মাসেই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল নবান্ন। রাজ্যের প্রায় ৪০টি দফতরে পরামর্শদাতা ও বরিষ্ঠ পরামর্শদাতা নিয়োগের কথা। এই নিয়োগ কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন তুলে মুখ্যসচিবকে তলব করেন রাজ্যপাল।টুইটে রাজ্যপাল জানান, এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিয়ে মুখ্যসচিবকে রাজভবনে যেতে হবে। স্বভাবতই রাজ্যপালের এই টুইট ঘিরে নতুন করে সংঘাতের আবহ তৈরি হয় রাজ্য ও রাজভবনের মধ্যে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের বহু প্রকল্প। সেগুলি আরও ভালভাবে নজরদারির জন্য বিভিন্ন দফতরে পরামর্শদাতা ও পেশাদার পরামর্শদাতা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। যদিও এই নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই সরব বিজেপি। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এই নিয়ে টুইট করেন।কিন্তু আজ, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, আদতে তিনি কেন্দ্রের নির্দেশ মেনেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু বলেননি। রাজ্যপালের তরফেও বিকেল পর্যন্ত নতুন করে মেলেনি কোনও প্রতিক্রিয়া।

পঞ্জাবে তদন্ত শুরু কেন্দ্রের ৩-সদস্যের প্যানেলের, কীসের গলদ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

ফিরোজপুর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় খামতির ঘটনায় তদন্ত শুরু করে দিল কেন্দ্রের ৩ সদস্যের প্যানেল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ৩ সদস্যের প্যানেলের নেতৃত্বে রয়েছেন ক্যাবিনেট সচিবালয়ের সচিব (নিরাপত্তা) সুধীর কুমার সাক্সেনা। বাকি দু''জন হলেন-ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর যুগ্ম ডিরেক্টর বলবীর সিং এবং এসপিজি আইজি এস সুরেশ। শুক্রবার সকালে ফিরোজপুর-মোগা হাইওয়েতে আসেন তদন্তকারীরা। পৌঁছে যান সেই উড়ালপুলে, যেখানে প্রায় ২০ মিনিট আটকে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়।

ভিডিওগ্রাফি করা হয়, কথা বলেন স্থানীয় আধিকারিক ও মানুষজনের সঙ্গে। পরে সেখান থেকে বিএসএফ সেক্টর সদর দফতরে পৌঁছে যান কেন্দ্রের তদন্তকারী প্যানেল। কোথায় কীসের গলদ ও খামতি ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, গত বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কনভয় আটকে থাকার ঘটনায় ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পঞ্জাব সরকার। তিন দিনের মধ্যে ওই কমিটিকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটিতে আছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মেহতাব সিং গিল, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব এবং বিচারপতি অনুরাগ বর্মা।

বাংলাদেশে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ বসবাস করে আসছেন : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ জানুয়ারী।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদের উত্থানকে প্রতিহত করেছি। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের নতুন ধরন সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে চলমান সংকট মোকাবেলায় কার্যকরভাবে ভ্যাকসিন গ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে আমাদের বিগত ২০২০ এবং ২০২১ সাল অতিক্রম করতে হয়েছে। সেই সঙ্কট এখনও কাটেনি। এর মধ্যেই আবার বিশেণ্ব বিভিন্ন দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের এখনই সাবধান হতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। যারা টিকা নেননি তাদের দ্রুত টিকা নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।'

শেখ হাসিনা শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় আওয়ামী লীগ সরকারের বর্তমান মেয়াদের ৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষণ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো ও রেডিও স্টেশনগুলোতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিজয়ী হওয়ার পর ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা চতুর্থ বারের মতো (টানা তিনবার) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

এখন পূর্ণোদ্যমে কভিড-১৯ টিকাদানের কাজ চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চলতি মাস থেকে গণটিকা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিমাসে ১ কোটি মানুষকে টিকার আওতায় আনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন পর্যন্ত ১২ কোটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার ডোজ টিকা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ডোজ পেয়েছেন প্রায় ৭ কোটি ৫৮ লাখ মানুষ আর দুই ডোজ পেয়েছেন ৫ কোটি ৩৫ লাখ ৮২ হাজার। গতমাস থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের হাতে সাড়ে ৯ কোটিরও বেশি ডোজ টিকা মজুদ আছে।'

করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, অনেক দেশের অর্থনীতিতে ধবস নেমেছে। আমাদের অর্থনীতিও ক্ষতির মুখে পড়েছে। নেমে এসেছিল স্থবিরতা। তবে, আপনাদের (দেশবাসীর) সহায়তায় আমরা তা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বলেন, বিভিন্ন নীতি-সহায়তা এবং বিভিন্ন উদার-নৈতিক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদানের মাধ্যমে আমরা অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখন পর্যন্ত আমরা ২৮টি প্যাকেজের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। এর মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত ১ লাখ ৬ হাজার ৫২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। যা মোট বরাদ্দের ৫৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এতে প্রায় ৬ কোটি ৭৪ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার অভিঘাত মোকাবিলা করে গত অর্থবছরে আমাদের জিডিপি ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০২১-এ মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলারে।'দ্য ইকোনমিস্ট' এর ২০২০ সালের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষস্থানীয়:

বিগত ১৩ বছরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ নানা আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ আজ দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের উপর জনগণ আস্থা রাখার ফলে। পর পর তিন বার রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দিয়ে আপনারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছেন। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আমরা একটি কল্যাণকামী, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলোর কাতারে সামিল হতে পারে। এ জন্য অতীতে যেমন আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বর্তমান এবং আগামি দিনের সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত বিনির্মাণ। অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে বলীয়ান তরুণ প্রজন্মই পারে সকল কূপম-ুকতা এবং প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন, তারুণ্যের শক্তিই পারবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে। আমার দৃঢ় বিশণস আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে যাবে মাথা উঁচু করে ভবিষ্যতের পানে।

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন:

বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়ক বেয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অনেকেরই সহ্য হবে না বা হচ্ছে না। দেশ-বিদেশে বসে বাংলাদেশের বিরোধী শক্তি, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি তাই নানা ষড়যন্ত্র করছে, উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, মিথ্যা-বানোয়াট-কাল্পনিক তথ্য দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। বিদেশে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেউ যাতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, সেদিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কোনভাবেই ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না। জনগণই ক্ষমতার উৎস। আমরা জনগণের ক্ষমতায় বিশণস করি। তাই জনগণের সঙ্গেই আমাদের অবস্থান।

দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান:

শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর সরকারের কঠোর অবস্থান অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন কোনো দুর্নীতিবাজকে ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি। দুর্নীতিবাজ যে দলেরই হোক আর যত শক্তিশালীই হোক, তাদের ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং হবে না। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তবে এই ব্যাধি দূর করতে সামাজিক সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কঠোর হস্তে জঙ্গিবাদের উত্থানকে প্রতিহত করেছি। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ পারস্পরিক সহনশীলতা বজায় রেখে বসবাস করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনা:

গত বছর ২০২১-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এ মেয়াদে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে আসবে। শেষ বছর ২০২৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৮ দশমিক ৫১ শতাংশে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

মেগা অবকাঠামো:

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সাল হবে বাংলাদেশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের এক মাইলফলক বছর। আর কয়েক মাস পর জুন মাসেই আমরা উদ্বোধন করতে যাচ্ছি বহুল আকাঙ্ক্ষিত পদ্মাসেতু। অনেক ষড়যন্ত্রের জাল আর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে আমরা পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ শেষ করতে যাচ্ছি। এই সেতু দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে সরাসরি রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করবে। আশা করা হচ্ছে, এই সেতু জিডিপি-তে ১ দশমিক ২ শতাংশ হারে অবদান রাখবে।

এ বছরের শেষ নাগাদ আমরা উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার অংশে মেট্রোরেল চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ অংশে ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, মেট্রোরেল রাজধানী ঢাকার পরিবহন খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আগামি অক্টোবর মাসে চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে চালু হবে দেশের প্রথম টানেল।

অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পগুলির কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিট আগামি বছরের এপ্রিল নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জন্বালানি:

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে আমাদের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির কথা আপনাদের মনে আছে। তখন সাকুল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ছিল ৪২০০ মেগাওয়াট। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াটে। মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমরা সে প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেছি। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পায়রাতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রামপাল, পায়রা, বাঁশখালী, মহেষখালী এবং মাতারবাড়িতে আরও মোট ৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

২০০৯ সালে জাতীয় গ্রিডে ১ হাজার ৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হতো বর্তমানে যা ২ হাজার ৫২৫ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। গ্যাসের অব্যাহত চাহিদা মেটাতে ২০১৮ থেকে তরলীকৃত গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। নববর্ষের শুরুতে আমাদের জন্য সুখবর হচ্ছে: বঙ্গোপসাগরে যে গ্যাস হাইড্রেটের সন্ধান পাওয়া গেছে তার পরিমাণ ১৭ থেকে ১০৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা:

শেখ হাসিনা বলেন, আজ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বর্তমানে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৫৫ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে ৩র্থ স্থানে উন্নীত হয়েছে। অব্যাহত নীতি সহায়তা ও প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ং-সম্পূর্ণ। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

পরিবহন এবং যোগাযোগ:

তাঁর সরকারই প্রথম গ্রামোন্নয়নকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করেছে একথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, ২০১৮ সালে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আমরা প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণের অঙ্গীকার করি।

তিনি বলেন, আজ দেশের প্রায় সকল গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পল্লী এলাকায় ৬৬ হাজার ৭৫৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩ লাখ ৯৪ হাজার ব্রিজ-কার্লভার্ট, ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ১ হাজার ২৫টি সাইক্লোন সেন্টার এবং ৩২৬টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৪৫৮ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪র্থ বা তদুর্ধ লেনে উন্নীত করা হয়েছে। আরও ৮৮৭ কিলোমিটার মহাসড়ক চার এবং তদুর্ধ লেনে উন্নীত করার কাজ চলছে। ঢাকায় বিমানবন্দর থেকে কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬ দশমিক ৭৩ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সাল নাগাদ শেষ হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগপোযোগী এবং আধুনিক গণপরিবহন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ১৩ হাজার ৩৭১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৩৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে। ঢাকার চারদিকে সার্কুলার রেল লাইন স্থাপনের লক্ষ্যে সমীক্ষার কাজ চলছে। ২০০৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ৪৫১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪২৮টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। যমুনা নদীর উপর ৪ দশমিক ৮ কিলোমটির দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের বিমানবহরে ১২টি নতুন অত্যাধুনিক বোয়িং এবং ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ সংযোজিত হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে ৩টি ড্যাশ-৮-৪০০ উড়োজাহাজ।

স্বাস্থ্য খাত এবং কমিউনিটি ক্লিনিক:

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের সময়ে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সারা দেশে সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র হতে গ্রামীণ নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ২০১৯-২০ বছরে ৭২ দশমিক ৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। ৫-বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮ ও অনূর্ধ ১ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ১৫-তে হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লাখে ১৬৫ জনে।

শিক্ষা উপবৃত্তি ও ভাতা:

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকার বৃত্তি-উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট্রের আওতায় স্নাতক ও সমমানের শ্রেণির আরও ২ লাখ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

মহামারির প্রকোপ কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় ইতোমধ্যে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে এবং বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই বিতরণ শুরু হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দেশের ৭ হাজার ৬২৪টি এমপিও-ভুক্ত মাদ্রাসায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬১ জন শিক্ষক-কর্মচারিকে প্রতিমাসে ২৭৬ কোটি টাকা বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। ২০২০ সালে নতুন করে ৪৯৯টি মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। ১ হাজার ৫১৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষককে ত্রৈমাসিক ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স সমমান দেওয়া হয়েছে।

সারাদেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

ডিজিটালাইজেশন এবং ইন্টারনেট:

তাঁর সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণের ফলেই এই ক্রান্তিকালে ডিজিটাল প্রযুক্তি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, দেশের ১৮ হাজার ৪৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিশেণ্ব নবম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গত মাসে ৫জি নেটওয়ার্কের যুগে প্রবেশ করেছে।

করোনাভাইরাসের সময় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন-লাইনে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং লেনদেন সুবিধা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের প্রায় ৬ লাখ তরুণ-তরুণী আজ ফ্রিল্যান্সিং-এর মাধ্যমে নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

এ খাতের উদ্যোক্তাদের সহজশর্তে পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থাও তাঁর সরকার গ্রহন করেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর মাধ্যমে দেশের সবগুলি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রত্যন্ত ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর সেবা গ্রহণ করছে।

সরকার প্রধান বলেন, ইন্টারনেট বিপ্লবের পর বিশ্ব এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে, তেমনি খুলে দিবে সম্ভাবনার দ্বার। আমাদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আমাদের রয়েছে বিপুল সংখ্যক তরুণ। এই তরুণ প্রজন্মকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি।

সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি:

শেখ হাসিনা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি, চা শ্রমিক, বেদে সম্প্রদায়, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠিসহ দূরারোগ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে সর্বমোট ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২ লাখ ৮৭ হাজার। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ১২ হাজার টাকা থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

গৃহায়ণ ও পুনর্বাসন এবং নারী উন্নয়ন:

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনকালে দেশের সকল গৃহহীনকে আবাসন দেয়ার লক্ষ্যে মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯৭টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ২ শতক খাস জমি বরাদ্দ দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কক্সবাজারের খুরুশকুলে ১৩৯টি ৫-তলা ভবনে ৪ হাজার ৪৪৮টি ফ্লাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব ফ্লাট জলবায়ু উদ্বাস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে ১৯টি ভবন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকায় বস্তিবাসীদের জন্য মিরপুরে ১০ হাজার ফ্লাট নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে গত বছরের মাঝামাঝি ৩০০ পরিবারের মধ্যে ফ্লাট বিতরণ করা হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা নারী সমাজকে উৎপাদন এবং সেবামূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছি। নারীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বল্প সুদে বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র নীতি ও রোহিঙ্গা সমস্যা:

শেখ হাসিনা বলেন, 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়'- জাতির পিতা প্রণীত বৈদেশিক নীতির এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে আমরা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে এই মুহূর্তে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। তিনি বলেন, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত ১১ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কক্সবাজারে বিভিন্ন ক্যাম্পে তাঁদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভাষাণচরে ১ লাখ মানুষের বসবাস উপযোগী উন্নতমানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় এনএসএস-এর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব

আগামীকাল শনিবার রাত ১০টা থেকে নৈশ কারফিউ

পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ, নয়া এসওপি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দুরন্ত করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চেইন ভাঙতে অসম সরকার ফের নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) জারি করেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন রোধে আগামীকাল শনিবার (৮ জানুয়ারি) থেকে বলবৎযোগ্য নয়া করোনা-বিধির তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গত মঙ্গলবার থেকে অসমে দ্রুতগতিতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল একদিনে আট শতাধিক (৮৪৪ জন) কোভিড সংক্রমিতের তথ্য এসেছে। এর মধ্যে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে গুয়াহাটি মহানগর। তাই প্রথমত নৈশ কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল রাত ১০টা থেকে পরেরদিন ভোর ছয়টা পর্যন্ত বলবৎ হবে নৈশ কারফিউ। তাছাড়া সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেমন মুদি দোকান, ফলমূল, দুধের দোকান, হাট-বাজার ইত্যাদি রাত নয়টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে। রেস্টুরেন্ট, ধাবা ইত্যাদি ৫০ শতাংশ গ্রাহকের উপস্থিতিতে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে। তবে রেস্টুরেন্ট, ধাবা ইত্যাদি থেকে অনলাইন অর্ডারের খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ চলবে রাত ১০টা পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক, আজ থেকেই সর্বাবস্থায় মুখে মাস্ক পরতে হবে। না-হলে এক হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করবে পুলিশ। তাছাড়া প্রকাশ্য স্থানে থু-থু ফেললেও পুলিশ এক হাজার টাকা জরিমানা আদায় করবে, সতর্ক করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, এছাড়া আগামীকাল থেকে রাজ্যের সব স্কুলে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। তবে গুয়াহাটি তথা কামরূপ মেট্রো জেলায় বন্ধ থাকবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তাছাড়া, নবম, দশম এবং একাদশ শ্রেণির ক্লাশ চলবে অল্টারন্যাটিভলি, অর্থাৎ একদিন পর পর বিকল্প পদ্ধতিতে। এছাড়া স্নাতক-স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যালের ক্লাশ চলবে সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন্যাটেড শিক্ষার্থীর নিয়ে।

তিনি জানান, প্রকাশ্য স্থান বা সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিন নেননি এমন কেউ ঢুকতে পারবেন না। কেবল হাসপাতালগুলিতে ভ্যাকসিন-গ্রহীতারা প্রবেশ করতে পারবেন। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং সরকারি কার্যালয়ে যেতে গেলে লাগবে কোভিডের দ্বিতীয় ডোজের প্রমাণপত্র। যে সকল সরকারি কর্মচারী ভ্যাকসিন নেননি, আগামী ১৫ জানুয়ারির পর তাঁরা কার্যালয়ে যেতে পারবেন না। কেবল তা-ই নয়, প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান যেমন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সরকারি কার্যালয়ে ভ্যাকসিন-ছুট কেউ প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের দাবি মতো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।

এভাবে প্রকাশ্য স্থানে আয়োজিত সভা-সমিতি, সামাজিক / সর্বজনীন অনুষ্ঠানে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহীতা সর্বাধিক ৫০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অনুমতিক্রমে সভা-সমিতি ইত্যাদি যে কোনও অনুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের কমপক্ষে প্রথম ডোজ-গ্রহীতা সর্বাধিক ২০০ জন অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সভা-সমিতি বা কোনও অনুষ্ঠান করতে হলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের (থানা কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকেও অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে। তছাড়া প্রেক্ষাগৃহ বা সর্বজনীন সভাগৃহ ইত্যাদি বন্ধ কক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মোট আসনের ৫০ শতাংশ মানুষের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিবাহ ইত্যাদি ঘরুয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সর্বাধিক ৫০ জন। এক্ষেত্রেও কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। এদিকে অন্তিম সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ গ্রহণকারী সর্বাধিক ৫০ জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নয়া এসওপিতে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীকাল থেকে বিকেল থেকে কোনও চুলাই ভাটি (চুলাই মদের ঠেক) খোলা যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আরও জানান, আন্তঃরাজ্য যাতায়াত যথারীতি অব্যাহত থাকবে। নৈশ বাস চলবে নিয়মিত। তবে যাঁরা কোভিডের ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁরাই বাসে চড়তে পারবেন। যাত্রাপথে রাতে কোনও হোটেলে বসে খাবার খাওয়া যাবে না।

আসন্ন ভোগালি বিহু তথা পৌষ সংক্রান্তি পালনের ক্ষেত্রেও নয়া বিধি শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, সংক্রান্তির রাতে দশটার মধ্যে যার যার ঘরে যেতে হবে। দশটার আগে সর্বজনীন বিহুর আনন্দ উপভোগ করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, রাতে ভেলাঘরে থাকা উচিত নয়। পরেরদিন সকাল ছয়টায় পরম্পরা পালন করে ভেলাঘর জ্বালানোর পরামর্শ দিয়ে ড় শর্মা বলেন, উরুখা (সংক্রান্তি)-র দিন মাছ বাজারে যথেষ্ট ভিড় হয়। তাই সে সম্পর্কে পুলিশ লাইন-আপ করে দেবে।

কোভিডের চিকিৎসা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন থেকে কোভিডের চিকিৎসা বিনামূল্যে হবে না। কেবল দারিদর্যসীমার নিম্নবর্তী মানুষজনের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা হবে। সরকারি হাসপাতালে সরকারের নির্ধারিত হিসাবে খরচ দেবেন রোগীরা। তবে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ফিজ দিতে হবে না।

তাছাড়া, রাজ্যে যে গতিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে অঞ্চলে গত সাতদিনে ১০ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে কন্টেইনমেন্ট জোন বলে ঘোষণা করবে এলাকার প্রশাসন, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

ভারতের অভয়াশ্রম থেকে পালিয়ে আসা নীলগাই বাংলাদেশে উদ্ধার

মনির হোসেন,ঢাকা,০৭ জানুয়ারী।। ভারতের অভয়াশ্রম থেকে পালিয়ে আসা একটি নীলগাই উদ্ধার করেছে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা সীমান্তবর্তী ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের লোকজন। শুক্রবার বিকেল পৌনে চারটায় নীলগাইটিকে গ্রামবাসী ধাওয়া করে আটক করেন। পরে বিজিবির সদস্যরা সেটিকে নিয়ে যান।

গ্রামবাসী জানান, ওই ইউনিয়নের সতহা শালবাগানের মাঝখানে পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তার কাছ দিয়ে হেঁটে পূর্ব দিকে যাওয়ার সময় বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে কয়েকজন গ্রামবাসী গাইটিকে দেখে চিৎকার শুরু করেন। এ সময় শালবাগানের আশপাশের কয়েকজন গাইটিকে ধরার জন্য তাড়া করতে থাকেন। একপর্যায়ে সেটি দৌড়াতে দৌড়াতে প্রায় দেড় মাইল দূরে মাধবপুর গ্রামের চৌরাস্তায় পৌঁছায়। সেখানে মানুষের ধাওয়া পেয়ে মাধবপুর চৌরাস্তার উত্তর-পশ্চিম দিকে ওই গ্রামের জব্বারের আমবাগানে ঢুকে পড়ে। তখন বিকেল প্রায় চারটা। গ্রামবাসীর ধাওয়া চলছিলই। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বাগানের উত্তর দিকে আমবাগানে গাছ ঘেরা দেওয়া একটি নেটে নীলগাইটি আটকা পড়ে। এ সময় গ্রামবাসী আমবাগানেই গাইটিকে বেঁধে রাখেন। পীরগঞ্জের চন্দরিয়া বিজিবি ক্যাম্পের জওয়ানরা বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে গাইটিকে চন্দরিয়া ক্যাম্পে নিয়ে গেছেন। বিজিবি দিনাজপুর সেক্টরের চান্দেরহাট কোম্পানি কমান্ডার সুবাদার মফিজুল হক মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বৈরচুনা ইউপি চেয়ারম্যান মো. জালাল উদ্দীন বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের কুলাইতোড়, সিদ্ধেশ্বরী সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতের অভয়াশ্রম থেকে নীলগাইটি পালিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে বলে জানা গেছে। বন বিভাগের লোকজনকেও খবর দেওয়া হয়েছে। চান্দেরহাট বিজিবির কোম্পানি কমান্ডার মফিজুল হক, পীরগঞ্জের ইউএনও রেজাউল করিম ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা অমল কুমার রায় পাঁচটার দিকে মাধপুবর গ্রাম পরিদর্শন করেছেন।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৩,০০৭

সুস্থ হয়েছেন ১,১৯৯ জন : স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে ৩-হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ হাজার ৭ জন, ওমিক্রনে সংক্রমিত ৩,০০৭ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,১৯৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩,০০৭-তে পৌঁছেছে, মোট ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক শুক্রবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ৮৭৬ জন, দিল্লিতে ৪৬৫ জন, কর্নাটকে ৩৩৩ জন, রাজস্থানে ২৯১ জন, কেরলে ২৮৪ জন, গুজরাটে ২০৪ জন, তামিলনাড়ুতে ১২১ জন, হরিয়ানার ১১৪ জন, তেলেঙ্গানায় ১০৭ জন, ওড়িশায় ৬০ জন, উত্তর প্রদেশে ৩১ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৮ জন, পশ্চিমবঙ্গে ২৭ জন, গোয়ায় ১৯ জন, অসমে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৮ জন, মেঘালয়ে ৪ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু''জন, পঞ্জাবে দু''জন, ছত্তিশগড়ে একজন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন ও মণিপুরে একজন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৩,০০৭ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১,১৯৯ জন সুস্থ হয়েছেন। মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৩৮১ জন, দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, কর্নাটকে ২৬ জন, রাজস্থানে ১৫৯ জন, কেরলে ৯৩ জন সুস্থ, গুজরাটে ১৫১ জন সুস্থ হয়েছেন, তামিলনাড়ুতে ১২১ জন, হরিয়ানায় ৮৩ জন, তেলেঙ্গানায় ৪৩ জন, ওড়িশায় ৫ জন, উত্তর প্রদেশে ৬ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ৬ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১০ জন, গোয়ায় ১৯ জন, অসমে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জনই সুস্থ, উত্তরাখণ্ডে ৫ জন, মেঘালয়ে ৩ জন, চন্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, পুদুচেরিতে দু''জন, পঞ্জাবে দু''জন, হিমাচল প্রদেশে একজনই সুস্থ, লাদাখে একজন ও মণিপুরে ওমিক্রনে আক্রান্ত দু''জন সুস্থ হয়েছেন।

ভারতে সংক্রমণ বেড়ে ১.১৭-লক্ষাধিক

দৈনিক আক্রান্তের হার ৭.৭৪ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে লাখের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি চিন্তা বাড়িয়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১০০ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ৩০২ জন রোগীর। দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ৭.৭৪ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩৭,১৩,৬৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৮৫,৯৬২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.০৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৯৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ০৫৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪৯,৬৬,৮১,১৫৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩,০০৭-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩০২ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮৩,১৭৮ জন (১.৩৭ শতাংশ)। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩০,৮৩৬ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪৩,৭১,৮৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫৭ শতাংশ। নতুন করে ১,১৭,১০০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৫২,২৬,৩৮৬ জন।

বদগাম-এনকাউন্টারে নিকেশ ৩ জইশ জঙ্গি, মিলল তিনটি একে-৫৬ রাইফেল

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলার চাদুরা এলাকার জোলওয়া ক্রালপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী, নিহত জঙ্গিরা জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে একজনের নাম শ্রীনগরের বাসিন্দা ওয়াসিম। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে বেআইনি সামগ্রী, তিনটি একে-৫৬ রাইফেল ও গোলাবারুদ।

কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই বদগাম জেলার চাদুরা এলাকার জোলওয়া ক্রালপোরায় অভিযান চালানো হয়। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। শুরু হয় এনকাউন্টার, চলতে থাকে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই। শুক্রবার সকালে পরে কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, বদগাম জেলার জোলওয়া ক্রালপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন জইশ সন্ত্রাসবাদী। মৃত্যু হয়েছে শ্রীনগরের বাসিন্দা ওয়াসিমের, বাকি দুই জঙ্গির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। তিনটি একে-৫৬ রাইফেল উদ্ধার হয়েছে।

ভারতে টিকাকরণ ১৪৯.৬৬-কোটির ঊর্ধে, ২৪ ঘন্টায় ১৫-লক্ষাধিক নমুনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে একের পর এক মাইলফলক অতিক্রম করে চলছে ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন প্রায় ৯৪-লক্ষাধিক প্রাপক। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ০৫৬ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৯.৬৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪৯,৬৬,৮১,১৫৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে ৬৮.৬৮-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৫,১৩,৩৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,৬৮,১৯,১২৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,১৩,৩৭৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১০০ জন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পঞ্জাবে সংগঠিত ঘটনার প্রতিবাদে করিমগঞ্জে বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বিজেপি

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পঞ্জাবে সংগঠিত ঘটনার প্রতিবাদে করিমগঞ্জে এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বের করেছে বিজেপি। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে দলীয় জেলা সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনের সম্মুখ থেকে মশাল মিছিলের আরম্ভ হয়। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে সমাপ্ত হয়। দলের দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার সহ জেলা বিজেপির নেতৃবৃন্দ, শহর মণ্ডল, যুবমোর্চা, মহিলা মোর্চা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা এবং কর্মী সমর্থকরা প্রতিবাদী মশাল মিছিলে পা মেলান। পঞ্জাব সরকার হায়-হায়, কংগ্রেস মুর্দাবাদ সহ বিভিন্ন প্রতিবাদী স্লোগানে শহরের আকাশ-বাতাস ভারী করেন তাঁরা। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের ইচ্ছাকৃত এই ব্যবহারের তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। নরেন্দ্র মোদী বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি সমগ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী। পঞ্জাব সরকার কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ ধরনের জঘন্য ব্যবহার গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে বলেও মন্তব্য করেন সুব্রত। প্রধানমন্ত্রী কোনও দলের নেতা হিসেবে পঞ্জাব সফরে যাননি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ চন্নিকে গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত করার অপরাধে সমগ্র দেশবাসীর সামনে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। দলের দুই বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও বিজয় মালাকার পঞ্জাব সরকারের ঘৃণ্য রাজনীতির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। ষড়যন্ত্রমূলক ভাবেই পঞ্জাবের চন্নি সরকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নোংরা আচরণ করেছে।

উত্তর-পশ্চিম দিল্লিতে ভেঙে পড়ল বাড়ির সিলিং, অকাল-মৃত্যু বাবা ও ছেলের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম দিল্লির বেগমপুর এলাকায় বাড়ির সিলিং ভেঙে মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন। শুক্রবার ভোরে দোতলা একটি বাড়ির একতলায় ঘরের সিলিং আচমকাই ভেঙে পড়ে, সেই সময় ঘরের মধ্যে ছিলেন বাবা ও ছেলে-সহ মোট ৪ জন। সিলিং ভেঙে বাবা ও ছেলের মৃত্যু হয়েছে। মাথায় আঘাত পেয়েছেন একজন এবং একজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোর ৪.২৪ মিনিট নাগাদ আমরা জানতে পারি, বেগমপুর এলাকায় অবস্থিত দোতলা একটি বাড়ির একতলায় ঘরের সিলিং ভেঙে পড়েছে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৫ বছর বয়সী কেদার নামে এক পৌঢ়ের ও তাঁর ছেলে সোনু (৩০)-র। প্রমোদ (৪৩) নামে একজন ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়েছেন এবং অনিল (৪০) নামে একজনকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। আহতদের আম্বেদকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চার পুরনিগমের ভোট পিছনোর দাবি কমিশনের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : পুরভোট পিছনো নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট। ২২ জানুয়ারি রাজ্যের চার পুরনিগমে ভোট। তবে তার আগেই ফের ঊর্ধমুখী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা।এই আবহে পুরভোট পিছনো নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলার শুনানিতে আগামী সোমবার হলফনামা জমার নির্দেশ। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী মঙ্গলবার।শুক্রবার হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলার শুনানি চলাকালীন মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''বিধাননগরে ২৩টি কনটেন্টমেন্ট জোন। তাই প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে যেতে পারছেন না। ভোটাররা বাড়ি থেকে বেরতে না পারলে ভোট দেবেন কি করে?'' পালটা নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ''করোনার বাড়বাড়ন্তের কথা মাথায় রেখে নানা গাইডলাইন আনা হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবন থেমে থাকে না। কমিশন শুধু এটুকুই বলতে পারে ভোট হলে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।''রাজ্য নির্বাচন কমিশন চাইলে স্বাস্থ্য দফতর তাদের সাহায্য করতে পারে বলেই জানান অ্যাডভোকেট জেনারেল। এরপরই হাই কোর্ট পুরভোট পিছনোর আরজি সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চায়। আগামী সোমবার তা জানাতে হবে হাই কোর্টে। মঙ্গলবার ফের শুনানি। ওইদিন চূড়ান্ত হতে পারে পুরভোটের ভবিষ্যৎ।

গত সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আপাতত ভোট পিছনোর প্রয়োজনীয়তা নেই। নির্দিষ্ট দিনেই হবে চার পুরনিগমের নির্বাচন। কারণ, কলকাতার তুলনায় ভোট হতে চলা চার পুরনিগমে সংক্রমণের মাত্রা অনেকটাই কম। তবে প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য জারি হয় নয়া নির্দেশিকা।এই পরিস্থিতিতে বিমল ভট্টাচার্য নামে হাওড়ার এক বাসিন্দা পুরভোট পিছনোর দাবিতে হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। তিনি জানান, করোনা আবহে নির্বাচন হলে তা বড়সড় ঝুঁকি ছাড়া আর কিছুই না। কারণ, যেহেতু জনসভায় ৫০০ জনের উপস্থিতির অনুমতি রয়েছে, তাই ভিড় বাড়াবেন অনেকেই। তার ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে। ভেঙে পড়তে পারে চিকিৎসা ব্যবস্থা। তাই বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আরজি জানান। ওই মামলার শুনানিতেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অবস্থান জানতে চাইল হাই কোর্ট।

শুক্রবার আগরতলা চাকুরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

শরীরচর্চার পরে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে স্বাস্থ্যঝুঁকির ইঙ্গিত

অনেকেরই শরীরচর্চার পরে মুখে দুর্গন্ধ হয় যা দেহে পানির ঘাটতি ও কোষের শুষ্কতার ইঙ্গিত দেয়। পর্যাপ্ত পানি পান ও প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান গ্রহণ এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কাজ করে।

ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টি'র 'পাম ডেন্টিস্ট্রি'র ডা. সিয়েনা পামার এই বিষয়ে ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''ব্যায়ামের অন্যতম পার্শপ্রতিক্রিয়া হল পানিশূন্যতা যা মুখে শুষ্কতার সৃষ্টি করে। 'হ্যালিটোসিস'-যা মুখে দুর্গন্ধ হিসেবে পরিচিত। এটা মূলত মুখে শুষ্কতার জন্য হয়ে থাকে।''

তাই শরীরচর্চার পরে পর্যাপ্ত পানি পান এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারনিস্ট অ্যান্ড কিউর'য়ের মেডিকেল উপদেষ্টা ডানা কোহেন বলেন, ''পানিশূন্যতার কারণে মুখ শুষ্ক হয় 'জেরোস্টোমিয়া' নামেও পরিচিত এবং এটা 'হ্যালিটোসিস'য়েরও অন্যতম কারণ।''

ডা. কোহেনের ভাষায়, ''শরীরচর্চার সময় কীভাবে শ্বাস নেওয়া হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। শরীরচর্চার সময় মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া হলে শুষ্কতা বাড়ে ফলে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এছাড়া শীতে বাইরে ব্যায়াম করলে, শুষ্ক আবহাওয়ায় মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া বাড়তি পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ বাড়ে।''

এর সহজ সমাধান সম্পর্কে ডা. কোহেন, বারবার পানি পান করারে পরামর্শ দেন।

''শরীরচর্চার সময় পর্যাপ্ত পানি পান এবং ইলেক্ট্রোলাইট গ্রহণ করা গুরুতর পানি শূন্যতা কমাতে সাহায্য করে।''

খাবারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খনিজ যেমন- পটাশিয়াম ও সোডিয়ামের যৌগ গ্রহণ উপকারী। এর ফলে দ্রুত কোষের পানি স্বল্পতা পূরণ হয়।

পর্যাপ্ত পানি পান ও ইলেক্ট্রোলাইট গ্রহণের পরেও মুখে দুর্গন্ধ দেখা দিলে দাঁত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন বলে জানান, ডা. পামার।

তার মতে, ''দীর্ঘস্থায়ী হ্যালিটোসিস দাঁত বা মাড়ির ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়। তাই এমন সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।''

বাহুমূলের কালোদাগ হালকা করতে

প্রাকৃতিক উপকরণ দিয়ে বাহুমূলের কালচেভাব হালকা করা যায়। নানান কারণে এই কালচেভাবের সৃষ্টি হয়। এইদাগ দূর করা যায় নানান প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমে।

বাহুমূলের কালচে দাগ কমায় এমন প্রচলিত কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান সম্পর্কে জানানো হল টাইমস অব ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে।

বেইকিং সোডা: পানি ও বেইকিং সোডা মিশিয়ে ঘন করে পেস্ট তৈরি করে নিন। এই মিশ্রণ ত্বক স্ক্রাব করতে সহায়তা করে। স্ক্রাব করা হয়ে গেলে ত্বক ভালো মতো ধুয়ে মুছে নিতে হবে।

নারিকেল তেল: সারা পৃথিবী জুড়েই নারিকেল তেল বেশ পরিচিত ও সমাদৃত। এতে আছে ভিটামিন ই যা ত্বককে প্রাকৃতিকভাবেই উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। বাহুমূলে নারিকেল তেল মালিশ করে ১৫ মিনিট পর সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: দেহের মেদই কাটায় না বরং এতে মৃদু অ্যাসিড থাকায় ত্বকের মৃত কোষ দূর করতেও সহায়তা করে।

দুই টেবিল-চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগারের সঙ্গে বেইকিং সোডা মিশিয়ে বাহুমূলে ব্যবহার করতে হবে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহারে কালচেভাব দূর হবে।

জলপাইয়ের তেল: সৌন্দর্যচর্চায় জলপাইয়ের তেলের ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে বাদামি চিনি মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে নিন। বাহুমূলে এই স্ক্রাব দিয়ে দুতিন মিনিট মালিশ করে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

লেবু: লেবু প্রাকৃতি ব্লিচিং উপাদান সমৃদ্ধ। প্রতিদিন গোসলের আগে দুতিন মিনিট অর্ধেকটা লেবু কালো অংশে মালিশ করে নিন। কয়েকদিন ব্যবহারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

মানসিকভাবে বৃদ্ধ হওয়ার অনুভূতি জাগায় যেসব অভ্যাস

বয়সের আগেই বৃদ্ধ হওয়ার চাইতে বরং ত্যাগ করুন বেশ কিছু বাজে অভ্যাস। প্রতিদিনই একটু একটু করে বেড়ে চলেছে বয়স। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য বলে, ''২০৫০ সালে বিশ্বব্যাপি ২০০ কোটি মানুষের বয়স হবে ৬০ বা তারও বেশি।''

আবার ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'ডেমোগ্রাফিক রিসার্চ'য়ে প্রকাশিত এক গবেষণার দাবির ভিত্তিতে জানায়, এই শতকের শেষ হওয়ার আগেই আমরা একজন মানুষকে ১২০ বছর বাঁচতে দেখব।

এই দীর্ঘায়ুর সঙ্গে সমস্যাও আছে, বয়স যত বেশি, ততই বার্ধক্যজনীত অসুখও বেশি।

তবে যুক্তরাষ্টের জর্জটাউন'য়ের ব্রেইন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব'য়ের পরিচালক ও 'নিউরোসায়েন্স' বিভাগের অধ্যাপক ড় মাইকেল টি. আলম্যান একই প্রতিবেদনে বলেন, ''আমরা গবেষণায় কিছু বয়স্ক মানুষের মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে দেখেছি। বার্ধক্যে পা দেওয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি বদলে দেয় এই গবেষণাগুলো। সিংহভাগ মানুষ ধারণা করেন বয়স বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। তবে মানসিক কিছু বিষয় বয়সের সঙ্গে আরও তীক্ষ্ণ হয়, যার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে দীর্ঘদিন সেই মানসিক কৌশলগুলোর চর্চা।''

বয়সের ভার একজন মানুষকে কীভাবে নুইয়ে দেবে তার কোনো স্থির নিয়ম নেই। বার্ধক্য কতটা সুগম হবে সেটা মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দিয়েই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। জীবনের শেষ বছরগুলো সুস্থতার সঙ্গে পার করার জন্য কিছু অভ্যাস বাদ দিতে হবে। অন্যথায় এই অভ্যাসগুলোই আপনাকে মাঝবয়সে বৃদ্ধ বানিয়ে দিতে পারে।

অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা

কোনো এক ছুটির দিনে রাত জেগে টেলিভিশন দেখলেই যে স্বাস্থ্যহানি হয়ে যাবে এমনটা নয়। তবে একে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'য়ের এক গবেষণা বলে, ''মাঝবয়সের অধিকাংশ সময় টেলিভিশন দেখে পার করলে মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পায়, বৃদ্ধ বয়সে চিন্তা করার ক্ষমতা কমে। কারণ অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখার কারণে মস্তিষ্কের 'গ্রে ম্যাটার' হ্রাস পায়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক কাজের জন্য 'গ্রে ম্যাটার' জরুরি।''

নিউ ইয়র্ক-প্রেসবাইটেরিয়ান/কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি আরভিং মেডিকাল সেন্টার'য়ের 'নিউরোলজিস্ট' প্রিয়া পালটা বলেন, ''টেলিভিশন দেখা একটি অলস অভ্যাস, যা মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কমায়। তাই যেকোনো ধরনের অলস অভ্যাস যথাসম্ভব পরিহার করাই হবে মস্তিষ্কের জন্য উপকারী।''

প্রায় সারাদিন নিষ্ক্রিয় থাকা

শারীরিক কসরত পেশি আর হাড় ভালো রাখে একথা অনেকেই জানেন। তবে অনেকেই হয়ত জানেন না যে শরীরচর্চার উপকারিতা শরীরের কোষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

'জেএএমএ অ্যান্ড আর্কাইভস জার্নাল'য়ে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, ''যারা নিজেদের অবসর সময়গুলো শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন তারা প্রকৃত অর্থে অলস মানুষগুলোর তুলনায় তরুণ থাকেন।''

অর্থাৎ অলস জীবনযাত্রা প্রকৃত অর্থেই একজন মানুষকে অল্প বয়সে বুড়ো বানিয়ে দেয়, বাড়ায় অকাল মৃত্যুর আশঙ্কাও।

মায়ো ক্লিনিকের 'অ্যানেসথেসিওলজিস্ট অ্যান্ড ফিজিওলজিস্ট' ডা. মাইকেল জয়নার বলেন, ''প্রতিদিন সামান্য কার্ডিও ব্যায়ামের অভ্যাস বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্ক ভালো রাখার জন্য বিশাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম। শারীরিক পরিশ্রম আর সুস্থতা যে মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতাকে ভালো রাখতে জরুরি তা আরও একবার চোখ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই সামান্য ব্যায়ামের এই প্রভাব।''

অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাস

মহামারি আর লকডাউনের দিনগুলো ঘুমের অভ্যাসে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে সবারই। বয়সের ভারের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার এই ঘুম ও ঘুমের শৃঙ্খলাবদ্ধ অভ্যাস। 'স্লিপ' নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা বলে, ''মধ্যবয়সি একজন মানুষ প্রতিদিন ছয় ঘণ্টার কম আর আট ঘণ্টার বেশি ঘুমালে তার মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কমতে থাকে দ্রুত। প্রকৃত বয়সের তুলনায় মস্তিষ্কের বয়স বেড়ে যাওয়া সম্ভব চার থেকে সাত বছর।''

ঘুমের বদভ্যাস প্রভাব ফেলে ত্বকেও।

'ক্লিনিকাল অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্টাল ডার্মাটোলজি' সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণায় জানা যায়, কম ঘুমালে ত্বকের বয়স বাড়ে দ্রুত।

এই গবেষণার গবেষক, 'স্কিন স্টাডি সেন্টার অ্যাট ইউএইচ কেস মেডিকাল সেন্টার'য়ের পরিচালক এবং কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের 'ডার্মাটোলজি' বিভাগের সহ-অধ্যাপক ডা. এলমা ব্রাউন বলেন, ''আমাদের গবেষণাই প্রথম তুলে ধরে যে ঘুমের অভ্যাস অনিয়মিত হলে তা ত্বকের ক্ষতি করে, বয়সের ছাপ ফেলে দ্রুত। যারা কম ঘুমান তাদের ত্বক রোদপোড়া থেকে সেরে উঠতে অনেক বেশি সময় নেয়, ত্বক কুঁচকে যেতে থাকে।''

ইন্টারনেট আসক্তি

ইন্টারনেট নিঃসন্দেহে জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। তবে পৃথিবীর সকল ভালো জিনিসের মতো ইন্টারনেটও অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতির কারণ।

কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি যেকোনো বৈদ্যুতিক পর্দা যুক্ত যন্ত্র মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে তা থেকে নির্গত নীল আলো ক্রমাগত বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দেয় অকালেই।

তাই যখনই সুযোগ পান ইন্টারনেটের জগত থেকে বেরিয়ে বই পড়া ও লেখালেখির অভ্যাসে মনযোগ দিন।

রেডিওলজিকাল সোসাইটি অফ আমেরিকা'র গবেষণার লেখক ড় কনস্ট্যান্টিনোস আরফানাকিস বলেন, ''পড়া ও লেখার অভ্যাস মস্তিষ্কের অবকাঠামোকে সুরক্ষিত রাখে। পত্রিকা পড়া, চিঠি লেখা, পাঠাগারে সময় কাটানো, মাঠে খেলাধুলা করা ইত্যাদি সাধারণ কাজগুলো মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বজার রাখার জন্য খুবই জরুরি।''

মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা

বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রচণ্ড দ্রুতগতির, আর সঙ্গে মানসিক চাপ তো আছেই। জীবনের কিছু ক্ষেত্রে মানসিক চাপের কারণগুলো সমাধানের চাইতে তা দূরে সরিয়ে রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সমস্যাগুলো সমাধান করে ফেললে মানসিক প্রশান্তি আসবে ঠিক। তবে সমস্যার যখন কোনো শেষ নেই তখন তাকে একপাশে রেখে একটু জিরিয়ে নেওয়াই শ্রেয়।

ইয়েল ইউনিভার্সিটি'র গবেষণায় জানা যায়, ক্রমাগত মানসিক চাপ বৃদ্ধ বয়সের আগেই শারীরিক ও মানসিকভাবে একজন মানুষকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিতে পারে। এই গবেষণায় 'ডিএনএ'য়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এক রাসায়নিক উপাদান 'এপিজেনেটিক'য়ের কারণে হওয়া শারীরিক পরিবর্তনের দিকে মনযোগ দেন গবেষকরা। মোট ৪০০ জন অংশ নেয় এই গবেষণায়। এদের মধ্যে যারা প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে দিন পার করেন, তাদের মাঝে অকালে বয়স্ক ছাপ ছিল স্পষ্ট। গবেষণার লেখক, 'ইয়েল ডিপার্টমেন্ট সায়কায়াট্রি'র জ্যাকারি হার্ভানেক বলেন, ''মানসিক চাপ মানুষকে বৃদ্ধ করে তোলে এই ধারণা আমাদের গবেষণায় আবারও প্রমাণীত হয়। তবে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এই প্রভাবকে যে বদলে দেওয়া সম্ভব সেটাও বোঝা যায় এই গবেষণা থেকে।''

যে খাবারে চুল পড়ে

চুল পড়ার বিভিন্ন কারণ থাকে। তবে কখনও কি ভেবেছেন খাবারের কারণেও চুল পড়তে পারে?

বংশগতি, মানসিক চাপ, ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। তবে কিছু খাবার রয়েছে যেগুলোর কারণেও চুল পড়তে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা'র নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ কোর্টনি ডি'অ্যাঞ্জেলো এই বিষয়ে ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''কিছু খাবার যেমন- টুনা মাছ, সোর্ড ফিশ, হাঙর বা কিং ম্যাকারেল মাছ খাওয়া চুল পড়া বাড়াতে পারে।''

প্রথমত, মাছ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। যেমন- চর্বি সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং হতাশা সৃষ্টি করার ঝুঁকি কমায়। মাছ খাওয়া উপকারী হলেও কিছু মাছে মার্কারি থাকায় তা স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

উচ্চ মার্কারিযুক্ত খাবার চুল পড়ার জন্য দায়ী। সামুদ্রিক মাছে মার্কারির পরিমাণ বেশি থাকে তাই তা কম খাওয়া উচিত বলে মনে করেন ডি' অ্যাঞ্জেলো।

তিনি 'সোর্ড'-জাতীয় মাছ, কিং ম্যাকারেল, হাঙ্গর এমনকি টুনা মাছ না খাওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা এগুলো চুল পড়ার জন্য দায়ী।

খুব বেশি চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিলে ভিটামিন ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। ভিটামিন ডি'র সম্পূরক গ্রহণ এবং মাল্টিভিটামিন খাবার গ্রহণ করা চুল পড়া কমাতে পারে। তবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের মতামতে সেসব গ্রহণ করতে হবে।

কন্ডিশনার যেভাবে ব্যবহার করা উচিত

কন্ডিশনার চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল করে। তবে ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা থাকা চাই।

সাধারণভাবে ব্যবহার সহজ মনে হলেও কিছু পন্থা না মানলে সঠিকভাবে কাজ করবে না কন্ডিশনার।

চুলের গোড়ায় কন্ডিশনার ব্যবহার

কন্ডিশনার ব্যবহারের সবচেয়ে সাধারণ ভুল হল চুলের গোড়ায় ব্যবহার করা।

শ্যাম্পু মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখে আর কন্ডিশনার চুলের আগার যত্ন নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সেলেব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্ট' মাইকেল ক্লিভল্যান্ড 'ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''শ্যাম্পু করার মাধ্যমে মাথার ত্বকে থাকা চুলের প্রসাধনীর অবশিষ্টাংশ ও তেল দূর হয়। চুলের গোড়ায় কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে পুনরায় এসব মাথার ত্বকে জমাট বাঁধে। ফলে চুল মলিন, চিমসে লাগে দেখতে।''

তাই কন্ডিশনার চুলের গোড়ায় নয় বরং আগায় ব্যবহার করতে হয়।

ভুল ভাবে ব্যবহার

কন্ডিশনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয় বরং কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাও খেয়াল রাখা জরুরি।

চুলের প্রসাধণী ব্র্যান্ড 'সাশাহুয়ান'য়ের পরিচালক ট্রে গিলেন বলেন, ''কেবল হাতে কন্ডিশনার নিয়ে চুলে কোনো রকমে তা লাগালেই হয় না। চুলের জটযুক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও বেশি চাপ পড়ে এমন অংশে ভালো মতো কন্ডিশনার প্রয়োগ করতে হবে।''

চুলে ভালো মতো কন্ডিশনার মাখতে প্রথমে কন্ডিশনার লাগিয়ে মোটা দাঁতের চিরুনি বা আঙুল দিয়ে জট ছাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। কন্ডিশনার ব্যবহারের পরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত।

ঠিকমত শোষিত না হওয়া

কন্ডিশনার ব্যবহারের পরে কেউ সঙ্গে সঙ্গেই তা ধুয়ে ফেলেন কেউ বা ২০ মিনিট অপেক্ষা করেন।

চুলে কন্ডিশনার ব্যবহার করার পরে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয় যেন তা চুলে শোষিত হয়।

সঠিক উপায়ে কন্ডিশনার ব্যবহার করা হলে চুলে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দেখা দেয়।

অতিরিক্ত বা অল্প ব্যবহার

ক্লিভল্যান্ড বলেন, ''চুল ধোয়ার পরে কেউ সামান্য কেউ বা প্রায় বেশি পরিমাণে কন্ডিশনার ব্যবহার করেন। চুল ধোয়ার পরে যদি তা ভারী মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে পরিমাণে বেশি কন্ডিশনার ব্যবহার করা হয়েছে আর শুষ্ক মনে হলে বুঝতে হবে পরিমাণে কম ব্যবহার করা হয়েছে।''

চুলে কন্ডিশনার ব্যবহারের আদর্শ মাপ হল দুই কয়েন পরিমাণ।

চুলে কন্ডিশনার মেখে আঙ্গুলের সাহায্যে আঁচড়ে নিন, এতে সব চুলে তা ছড়িয়ে যাবে। তবে যাদের চুল বেশি পাতলা ও সিল্কি তাদের প্রতিবার কন্ডিশনার ব্যবহার না করাই উচিত।

যেসব খাবার মূত্রত্যাগের মাত্রা বাড়ায়

শরীরকে বাড়তি পানি ও লবণ বের করে দেওয়ার ইঙ্গিত দেয় সেগুলোকে বলা হয় 'ডাইইউরেটিক ফুড'।

নিউ ইয়র্কের টোটাল ইউরোলজি কেয়ার'য়ের 'ইউরোলজিস্ট', 'ইউরো-গাইনোকোলজিস্ট', 'সার্জন' এবং 'মেডিকেল ডিরেক্টর' ডা. এলিজাবেথ কাভালার বলেন, ''যে খাবারে পানির মাত্রা বেশি সেটাই মূলত প্রস্রাবের মাত্রা বাড়াবে। যেমন ফল, সুপ, সারাদিনে গ্রহণ করা সকল তরল ইত্যাদি।''

ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, ''তবে এগুলো সবই 'ডাইইউরেটিক' নয়। এগুলোতে শুধু পানি বেশি, তাই মূত্র তৈরি হয় বেশি এবং বার বার জলবিয়োগের বেগ দেখা দেয়।''

তিনি আরও বলেন, ''যেসব খাবার কিংবা পানীয় মূত্রথলিতে অস্বস্তি সৃষ্টি করে সেগুলোর কারণেও জলবিয়োগের মাত্রা বেড়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন, 'ক্যাফেইন', ঝাল ও মসলাদার খাবার, 'সিট্রাস' বা লেবু-জাতীয় খাবার, 'অ্যালকোহল' ইত্যাদি। এদের মধ্যে ক্যাফেইন বাদে কোনোটাই 'ডাইইউরেটিক' নয়। এগুলো মূত্রত্যাগের মাত্রা বাড়ায় কারণ এর কারণে মূত্রথলিতে অস্বস্তি হয়। তবে এদের প্রভাবে বৃক্কে বাড়তি মূত্র তৈরি হয় না।'' তবে কফি বা 'ক্যাফেইন' 'ডাইইউরেটিক' এবং তা বৃক্কে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। তাহলে কোনগুলো 'ডাইইউরেটিক'? সেটাও জানিয়েছেন এই 'ইউরোলজিস্ট'

ফল

ডা. কাভালার বলেন, ''ফলের মধ্যে তরমুজ, আঙুর, জাম ইত্যাদি 'ডাইইউরেটিক'। আনারস আর লেবুও একই প্রভাব সৃষ্টি করে।''

সবজি

শসা, অ্যাসপারাগাস, বিট, সেলেরি ইত্যাদির 'ডাইইউরেটিক' গুণাগুণ আছে। পেঁয়াজ আর রসুনও এই তালিকার থাকবে।

লতাগুল্ম

পার্সলে হজমতন্ত্র দিয়ে খুব দ্রুত পার হয়ে যায় এবং শরীরে মূত্র উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। এছাড়াও আছে 'ড্যানডেলিয়ন' ও 'হিবিসকাস', যা সাধারণত ভেষজ চা হিসেবে পান করা হয়।

সোডা

মূত্রথলির জন্য সোডা ক্ষতিকর। এতে থাকে 'ক্যাফেইন'। ফলে তা ডাইইউরেটিক এবং বৃক্কে অস্বস্তি তৈরি করে। পাশাপাশি সোডায় থাকে অনেকগুলো ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, উচ্চমাত্রায় 'অক্সালেট'। 'অক্সালেট' হলো বৃক্কে সৃষ্টি হওয়া পাথরের প্রধান উপাদান।''

বার বার জলবিয়োগের বেগ আসায় যদি বিরক্ত হন, তবে প্রথমেই তরল গ্রহণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। শরীরের প্রয়োজনে বেশি তরল গ্রহণ করলে তা মূত্র হিসেবে বের হবেই। ফলে বারবার শৌচাগার যেতে হবে।

অপরদিকে শরীরের মূত্র উৎপাদন বাড়ায় এমন খাবার শরীরের জন্য সবসময় উপকারী নয়।

পরিমাণ সবসময়ই মুখ্য বিষয়। অতিরিক্ত গ্রহণ করলে পানি যেমন শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তেমনি 'ডাইইউরেটিক' খাবারও।

যেভাবে ওটস খেলে কমবে ওজন দ্রুত

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওটমিলের সঙ্গে সঠিক প্রোটিন-জাতীয় খাবার যোগ করা দ্রুত ওজন কমাতে সহায়তা করে।

সকালে নাস্তা হিসেবে ওটসের সঙ্গে সবজি, টক দই বা অল্প মিষ্টির 'গ্রানোলা, চর্বি ছাড়া মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়া উপকারী বেশি।

ওটস আঁশ-জাতীয় খাবারম, যা হজমে সহায়তা করে। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বিকভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

নিউ জার্সি ভিত্তিক পুষ্টিবিদ ক্রিস্টা ব্রাউন 'ইট দিস নট দ্যাট' ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''ওজন কমাতে খাবার তালিকায় ওটস যোগ করতে চাইলে তা সকালে খাওয়া উচিত। আর এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় উপাদান যোগ করা কার্যকর।''

যে কারণে ওটসে প্রোটিন যোগ করলে দ্রুত ওজন কমায়

ব্রাউন জানান, তিনি ওজন কমাতে চান এমন ব্যাক্তিদের প্রথমেই ওটমিল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এর সঙ্গে মজাদার কাঠ-বাদাম বা চিনা বাদামের মাখন যোগ করে স্বাদ বাড়ানো যেতে পারে।

ওটমিলে আছে আঁশ যা ক্ষুধা মেটায় ও অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে দুই বেলার খাবারের মাঝে বাড়তি নাস্তা খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ঝুঁকিও কমে যায়।

আমেরিকান জার্নাল অব নিউট্রিশন অনুযায়ী, সকালের নাস্তায় উচ্চ প্রোটিন-ধরনের খাবার খাওয়া সারাদিনের খাবারের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সঙ্গে নাস্তায় ওটমিল রাখা আঁশের ঘাটতিও পূরণ করে।

তাই ওজন কমাতে চাইলে সকালের নাস্তায় ওটমিলের সঙ্গে প্রোটিন যোগ করা উপকারী। বাড়তি প্রোটিন যোগ করার উপায় ওটমিলের সঙ্গে বাড়তি প্রোটিন যোগ করতে চাইলে এতে বাদামের বাটার, চিয়া বীজ, তিসির বীজ, বাদাম বা মুরগির মাংস ও ডিম যোগ করা যায়।

এছাড়াও চাইলে রাতের খাবারে প্রোটিন সমৃদ্ধ ওটসের মেনু রাখা যেতে পারে।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শুক্রবার আগরতলায় এসআইএসইসি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছবি ঃ নিজস্ব

৫০০-র বেশি ওষুধের দাম কমিয়ে ৩ হাজার কোটি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে কেন্দ্র : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রায় ৫০০-রও বেশি ওষুধের দাম কমিয়েছে কেন্দ্র, এর ফলে ৩ হাজারেরও বেশি দরিদ্র ও অভাবী মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছরে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম অনেক কমানো হয়েছে, পশ্চিম-সহ দেশজুড়ে যে ৮ হাজারের বেশি জন ঔষধি কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে, তাতে অনেক সস্তায় ওষুধ ও সার্জিকাল সামগ্রী দেওয়া হয়ে থাকে। শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সরকার হাঁটু ইমপ্লান্টের খরচও কমিয়েছে, এর ফলে আমাদের প্রবীণ নাগরিকরা উপকৃত হয়েছেন। বার্ষিক ১,৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হয়েছে, উপকার হয়েছে দেশের নাগরিকদের। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ডায়ালাইসিস কর্মসূচি বিনামূল্যে ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে ১২ লক্ষ দরিদ্রকে সাহায্য করেছে।' প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, 'আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সাশ্রয়ী মূল্যের এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড হয়ে উঠছে। পিএম-জেএওয়াই-এর অধীনে, সমগ্র দেশে ২ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, '২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর আসনের সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ হাজার। বিগত ৭ বছরে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ৬০ হাজার নতুন আসন। ২০১৪ সালে আমাদের এখানে শুধুমাত্র ৬টি এইমস ছিল। বর্তমানে দেশ ২২টি এইমস-এর একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত দুই কমিটির তদন্তে স্থগিতদেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্র ও পঞ্জাব সরকারের কমিটির তদন্তে স্থগিতদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার পর্যন্ত তদন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষিত করে রাখার কথাও বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পঞ্জাব সরকার, কেন্দ্র ও রাজ্যের এজেন্সিগুলিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

বুধবার কৃষকদের একাধিক সংগঠন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। ঘটনাস্থল পঞ্জাবের ভাতিন্দা থেকে হুসেইনিওয়ালা যাওয়ার পথে পিয়ারেনা গ্রামের কাছে।গ্রামের কাছে সড়কের উপর একটি ফ্লাইওভারে বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করেন। ভাতিন্দা থেকে হুসেইনিওয়ালা যাওয়ার পথে অবরোধে আটকে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। কনভয় এগিয়ে আসতে দেখেই সবুজ-লাল পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা রাস্তার দখল নেয় এবং স্লোগান দিতে থাকেন। কৃষকদের বিক্ষোভের কারণে ১৫-২০ মিনিট ধরে অপেক্ষা করে, শেষপর্যন্ত সভাস্থলে না গিয়ে, ভাতিন্দা বিমানবন্দরে ফিরে যান প্রধানমন্ত্রী। এই ঘটনাকেই নিরাপত্তার বড়সড় গাফিলতি বলে দাবি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। পঞ্জাব সরকারের কাছে রিপোর্টও চায় কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা লঙ্ঘন নিয়ে কেন্দ্রের কাছে শুক্রবার রিপোর্ট জমা দেয় পঞ্জাব সরকার। কেন্দ্রকে পাঠানো রিপোর্টে পঞ্জাব সরকার জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিমধ্যে একটি এফআইআর রুজু হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। ওই কমিটিকে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

নতুন বছরের ৭ দিনেই কাশ্মীরে নিকেশ ১১ সন্ত্রাসী : বিজয় কুমার

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরের সবেমাত্র ৭ দিন হয়েছে, এই ৭ দিনের মধ্যেই কাশ্মীরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ১১ জন সন্ত্রাসবাদী। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে ৬ জন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সদস্য ছিল। একজন আবার পাকিস্তানি।

শুক্রবার সকালেই কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, মধ্য কাশ্মীরের বদগাম জেলার চাদুরা এলাকার জোলওয়া ক্রালপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী, নিহত জঙ্গিরা জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হয় এই এনকাউন্টার। এই এনকাউন্টারের সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়েই কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এখনও পর্যন্ত নিকেশ হয়েছে ১১ জন জঙ্গি।

ঢাকায় বহুতলে বিধ্বংসী আগুন

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) :ঢাকার গ্রিন রোডের আর এস টাওয়ারে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ। দমকলের চারটি ইউনিট বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রাশেদ বিন খালেদ জানান, শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টা নাগা ১৪তলা ভবনের পাঁচতলায় আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের চারটি ইউনিট কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছ দমকল সর্বশেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, আগুন আপাতত নিয়ন্ত্রণে। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মোদীর সুরক্ষায় ঘাটতি নিয়ে রিপোর্ট পঞ্জাবের, গঠিত দুই সদস্যের প্যানেল

চন্ডীগড়, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় ঘাটতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে রিপোর্ট জমা দিল পঞ্জাব সরকার। জানানো হয়েছে, ওই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং দুই সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় ঘাটতি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন মুখ্য সচিব অনিরুদ্ধ তিওয়ারি, রিপোর্টে জানানো হয়েছে-এফআইআর দায়ের করার পাশাপাশি তদন্তের জন্য দুই সদস্যের একটি প্যানেল গঠন করেছে রাজ্য সরকার।

রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর যে পথে যাওয়ার কথা ছিল, সেই পথে 'হঠাৎ এবং স্বতঃস্ফূর্ত' কৃষক বিক্ষোভ হয়। যে খবর সরকারের কাছে আগাম ছিল না। যে কারণেই মোদীর কনভয় মিনিট ২০ থমকে যায়। পঞ্জাবের মুখ্যসচিব অনিরুদ্ধ তিওয়ারি গত বুধবার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাক্রমের বিবরণ দিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। পূর্বপরিকল্পিত না হওয়ায় এই বিক্ষোভ এড়ানো সম্ভব হয়নি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রন কম ঘাতক হতে পারে, কিন্তু মৃদু নয় : হু

জেনেভা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনকে "মৃদু" বলা সঠিক নয় বলেই মনে করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র ডিরেক্টর জেনারেল টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস। তাঁর মতে, করোনার ডেল্টা রূপের তুলনায় ওমিক্রন কম ঘাতক হতে পারে, কিন্তু মৃদু মোটেও নয়। ওমিক্রনে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার হু-এর ডিরেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন, "গত সপ্তাহেই, অতিমারীর মধ্যে সর্বাধিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ হয়েছে। ডেল্টার তুলনায় ওমিক্রন কম ঘাতক হতে পারে, বিশেষ করে যাঁরা টিকা নিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে, তার মানে এই নয় যে ওমিক্রন মৃদু।' টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাস আরও জানিয়েছেন, ওমিক্রন প্রজাতিতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন, মানুষের মৃত্যুও হচ্ছে।...হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, চাপ বাড়ছে স্বাস্থ্য কর্মীদের ওপর। বিশ্ববাসীর কাছে টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

ভারতে টিকাকরণ ১৪৯.৬৬-কোটির ঊর্ধ্বে, ২৪ ঘন্টায় ১৫-লক্ষাধিক নমুনা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): টিকাকরণ অভিযানে একের পর এক মাইলফলক অতিক্রম করে চলছে ভারত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন প্রায় ৯৪-লক্ষাধিক প্রাপক। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ০৫৬ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৯.৬৬-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১,৪৯,৬৬,৮১,১৫৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৮.৬৮-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৫,১৩,৩৭৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৮,৬৮,১৯,১২৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,১৩,৩৭৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ১৭ হাজার ১০০ জন।

পাহাড়ে ভারী তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টি, ফের দুর্যোগের শঙ্কা জম্মু-কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করল আবহাওয়া দফতর। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের সমতলে বৃষ্টি ও পাহাড়ে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আবারও দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। ৮ জানুয়ারি, শনিবার থেকে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। জারি করা হয়েছে তুষারধসের সতর্কতাও।

বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাসের মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরে ফের বাড়ল তাপমাত্রার পারদ। শ্রীনগরের তাপমাত্রা বেড়ে ২.৬ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে, পহেলগামে মাইনাস ০.৪ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৫.৫ ডিগ্রি। লাদাখের দ্রাসে এখনও জাঁকিয়ে ঠান্ডা রয়েছে, সেখানে শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১২.৪ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ৯.৮ ডিগ্রি, লেহ-তে মাইনাস ১০.৫ ডিগ্রি এবং জম্মুতে তাপমাত্রার পারদ চড়ে ১১.১ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম চিনে ক্যান্টিনে তীব্র বিস্ফোরণ, মৃত্যু ৩ জনের

বেজিং, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): দক্ষিণ-পশ্চিম চিনের উইলং জেলার চংকিং শহরে বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ল একটি সরকারি দফতরের ক্যান্টিনের বিল্ডিং। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, আটকে পড়েছেন কমপক্ষে ২০ জন। শুক্রবার দুপুর ১২.১০ মিনিট নাগাদ এই বিস্ফোরণ হয়, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, গ্যাস লিকেজের কারণে এই বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের পরই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে চংকিং শহরে সরকারি দফতরের ক্যান্টিনে বিস্ফোরণ হয়। গ্যাস লিকেজের কারণে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে ক্যান্টিনের একাংশ। আগুনও ধরে যায় বলে জানা গিয়েছে। এই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উদ্ধারকাজ চলছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রার্থনা নকভির, বললেন গণতন্ত্রকে হাইজ্যাক করতে চাইছে পরিবার-তন্ত্র

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে মুম্বইয়ের হাজি আলি দরগায় প্রার্থনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভি। শুক্রবার হাজি আলি দরগায় প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করার পর নকভি বলেছেন, গণতন্ত্রকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করছে পরিবার-তন্ত্র। পাশাপাশি পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি সরকারকেও আক্রমণ করেছেন নাকভি। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে এদিন নকভি বলেছেন, 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হাইজ্যাক করতে চাইছে পরিবার-তন্ত্র। বেচারা চান্নি (পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী), মাস্টারমাইন্ডরা তাঁকে যা কিছু বলাচ্ছে সে তাই বলছে।' এদিন প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করে যজ্ঞ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। পাশাপাশি পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় খামতির ঘটনার নিন্দা করে এদিন রাজঘাটের কাছে নীরব প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছেন বিজেপি নেতা, কর্মীরা।

পূর্ব বর্ধমানে করোনা আক্রান্ত ৩৮১

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : পূর্ব বর্ধমান জেলার করোনা সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল জেলা প্রশাসনের। জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় মোট সংক্রমিত হয়েছে ৩৮১জন। চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৮৭৬ জন। হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৩৮১ জন। জেলার পুর এলাকাগুলির মধ্যে বর্ধমান পুরসভায় সংক্রমণের সংখ্যা সবথেকে বেশি। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবারের মধ্যেই আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৯ জন। অন্যান্য পুরসভার মধ্যে মেমারি পুর এলাকায় ১৯ জন এবং কালনা পুর এলাকায় ১৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের।

এই পরিস্থিতিতে জেলায় বাড়ানো হয়েছে করোনা পরীক্ষার সংখ্যা। প্রশাসনের তরফেও চলছে প্রচার। শুক্রবার সকাল থেকে মেমারির তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিস্তীর্ণ এলাকার বাড়িতে বাড়িতে স্যানিটাইজেশন করা হয় এবং প্রত্যেকটা মানুষকে সচেতন করে মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি করোনা আক্রান্ত রোগীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় খাবার।

রায়গঞ্জে জেলা স্বাস্থ্য দফতরে করোনার থাবা, আক্রান্ত একাধিক কর্তা

রায়গঞ্জ, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ জেলা স্বাস্থ্য দফতরে করোনার থাবা। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের একাধিক কর্তা কোভিড পজিটিভ বলে সূত্রের খবর। করোনা আক্রান্ত প্রিন্সিপাল সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, জুনিয়ার ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় বাড়ছে উদ্বেগও। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরেরও কিছু আধিকারিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এক সপ্তাহে শুধুমাত্র রায়গঞ্জ শহরেই প্রায় প্রায় ৪০ জনেরও বেশি আক্রান্ত। জেলায় শতাধিক কোভিড আক্রান্ত। রায়গঞ্জ শহরে ইতিমধ্যেই ৯টি কন্টেইনমেন্ট জোন চিহ্নিত করেছে পুরসভা ও প্রশাসন। সর্বত্র চলছে সচেতনতা প্রচার। বাজারে, রাস্তায় পুরসভা ও পুলিশের তরফে কখনও মাস্ক বিলি তো কখনও চলছে কড়াকড়ি।

করোনায় আক্রান্ত সঙ্গীতশিল্পী বিশাল দাদলানি

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : ফের করোনা থাবা বলি পাড়ায়। এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন সঙ্গীতশিল্পী বিশাল দাদলানি।বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে টেস্ট কিটের পজিটিভের ছবি প্রকাশ করলেন তিনি। জানিয়েছেন, মৃদু উপসর্গ দেখা গিয়েছে তাঁর শরীরে। বিশাল লিখেছেন, 'গত সপ্তাহে বা ১০ দিনে আমার সংস্পর্শে আসা যে কারও জন্য এটি দুঃখের বিষয়, প্রতিটি সতর্কতা মেনে চলা সত্ত্বেও, আমি কোভিড পজিটিভ। সাপ্তাহিক শুট ব্যতীত কোন সময়েই আমি মাস্ক ছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা করিনি। আমার লক্ষণগুলি তুলনামূলকভাবে হালকা, তবে এখনও বেশ দুর্বল। সর্তক থাকুন।' আপাতত চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনেই বাড়িতেই আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।

চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন, মোদী বললেন উপকৃত হবে বাংলা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে রিমোটের বোতাম টিপে চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এই হাসপাতাল পশ্চিমবঙ্গের অনেক নাগরিকের সুবিধা করবে। শুধু কলকাতা নয়, আশপাশের জেলাগুলিও উপকৃত হবে। বিশেষ করে দুঃস্থদের ক্যানসার চিকিৎসায় এই হাসপাতাল বড় ভূমিকা নেবে। বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদেও ক্যানসারের চিকিৎসা হবে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, "এই অনুষ্ঠানে একটা কথা বলতে চাইব। আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, যখন ভারতে ১৫০ কোটি টিকা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। তা-ও এক বছরের কম সময়ে এই টিকাকরণ হয়েছে। এটা আত্মনির্ভরতা, আত্মগৌরবের প্রতীক।' প্রধানমন্ত্রী জানান, "দেশে দেড় কোটি কিশোর-কিশোরীরও টিকাকরণ হয়েছে। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে দেশের কিশোর-কিশোরীদের প্রথম টিকা দেওয়া হয়েছে। ৯০ শতাংশেরও বেশি মানুষকে প্রথম টিকা দেওয়া হয়েছে।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি এখানে উপস্থিত থেকেছি প্রধানমন্ত্রীর জন্য। বাংলার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আগ্রহ দেখিয়েছেন, এ জন্য ধন্যবাদ।' উল্লেখ্য, নিউ টাউনে চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ক্যানসার চিকিৎসার অত্যাধুনিক সব সুযোগসুবিধা থাকবে ওই হাসপাতালে। থাকবে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের সুবিধা, রোগীর আত্মীয়দের থাকার জন্য অতিথিনিবাস এবং চিকিৎসকদের আবাসন। থাকছে ৭৫০টি শয্যা। প্রায় ১০০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে ওই দ্বিতীয় ক্যাম্পাস।

অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে মার্কিন আদালতে দোষী সাব্যস্ত চিনা নাগরিক

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে দোষী সাব্যস্ত চিনা নাগরিক। আগামী ৭ এপ্রিল জিয়াংয়ের সাজা ঘোষণা করা হবে।

তাঁকে সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে বলে জানাচ্ছে মার্কিন বিচার বিভাগ। অভিযোগ, চিনা সরকারকে সুবিধা করে দিতে সেই সংস্থার বেশ কিছু বাণিজ্যিক নথি চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন জিয়াং হাইতাও নামক এই ব্যক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কিছু গোপন নথি চুরির ঘটনায় ঘটনায় ধরা পড়লেন জনৈক চিনা নাগরিক। কৃষি বিষয়ক সংস্থা মোনসান্টো। অভিযোগ, চিনা সরকারকে সুবিধা করে দিতে সেই সংস্থার বেশ কিছু বাণিজ্যিক নথি চুরি করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন জিয়াং হাইতাও নামক এই ব্যক্তি। অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে মার্কিন আদালত। এবং জেরার সময় হাইতাও-ও নিজের সকল অপরাধ স্বীকার করে নেন। জানান যে, সত্যি সত্যিই জিনপিং সরকারকে বাণিজ্যিক সুবিধা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

মোদীর দীর্ঘায়ু কামনায় যজ্ঞ খাট্টারের, চান্নি সরকারের তীব্র নিন্দা

পাঁচকুলা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করে যজ্ঞ করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। পাশাপাশি পঞ্জাবের চরণজিৎ সিং চান্নি সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়ে পঞ্জাবে রাষ্ট্রপতি শাসন চাইলেন খাট্টার। প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় শুক্রবার পাঁচকুলার মনসা দেবী মন্দিরে পূজার্চনা করেন খাট্টার ও হরিয়ানা বিধানসভার স্পিকার জ্ঞান চাঁদ গুপ্তা।

পূজার্চনা করার পর হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি আমি। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের সেবা করে চলছেন।' একইসঙ্গে পঞ্জাব সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের নিন্দা করেছেন খাট্টার। "মোদীর নিরাপত্তায় গলদ" নিয়ে তিনি বলেছেন, গাফিলতি ছিল পঞ্জাব সরকারের। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে তা অনভিপ্রেত।

শুক্রবার আগরতলা পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

রাজ্য সরকার সকল জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে : সংখ্যালঘু কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারা সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেই সমাজ, রাজ্য ও দেশ সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাবে। তবে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করতে, শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার কাজ সরকারের পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে সবাইকে এক সাথে কাজ করতে হবে।

সংখ্যালঘু কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং সভাকক্ষে সংখ্যালঘু কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০১৯-২০ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে সর্বাপেক্ষা বেশি নম্বর প্রাপ্ত ৬ জন কৃতী ছাত্রীকে বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ বা এর উর্ধে নম্বর প্রাপ্ত ৮ জনকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেধা পুরস্কার এবং ১ জন ছাত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী মেধা সংখ্যালঘু বালিকা স্বর্ণপদক পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০১৯-২০ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিভিন্ন স্থানাধিকারী ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ড. বি আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক এবং ড. বি আর আম্বেদকর মেধা পুরস্কার এবং ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্ক'তি সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রদীপ জেলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সংখ্যালঘু কল্যাণ ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল বলেন, রাজ্য সরকার সকল জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছে। তবে সংখ্যালঘু সম্পদায় এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী সম্পদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রসারে অধিক গুর:ত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য দুটি দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে যাতে একটা সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়তে সবাই সমভাবে এগিয়ে যেতে পারবে। তিনি উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, এদেশে বহু মহান ও ক'তী সন্তান জন্মেছেন। যাঁরা সমাজ ও দেশ গড়ার কাজে কৃতিত্ব রেখে গেছেন। তাঁদের অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে। সম্মানিত অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান মহম্মদ জসীম উদ্দিন ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত গড়তে শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে ওবিসি রাজ্য কমিশনের চেয়ারম্যান মৃণাল কান্তি নাথ বলেন, গত ২ বছর করোনার কারণে এ অনুষ্ঠান করা যায়নি। তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি। সংখ্যালঘু ও অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে তারাও ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে। চাকরিতে বড় বড় পদ দখল করতে পারবে।

স্বাগত ভাষণে সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের সচিব তাপস রায় বলেন, সারা ভারতবর্ষের সাথে রাজ্যেও আজাদি কা অমৃত মহোৎসব চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ অনুষ্ঠানে ৬ জন কৃতী ছাত্রীকে বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়। প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ডিবিটির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেধা পুরস্কার হিসেবে ৮ জনকে শংসাপত্র দেওয়া হয়। এ প্রকল্পে মাধ্যমিকে কৃতীদের অ্যাকাউন্টে ২,৫০০ টাকা এবং উচ্চমাধ্যমিক কৃতীদের অ্যাকাউন্টে ৩,৫০০ টাকা ডিবিটির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মেধা সংখ্যালঘু বালিকা প্রকল্পে ২০২০ সালে উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চম স্থানাধিকারী জান্নাতুল ফেরদৌসকে দেওয়া হয় স্বর্ণপদক ও মানপত্র। তার অ্যাকাউন্টে ১৯ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২৮ জন ক'তী ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ড. আম্বেদকর স্বর্ণপদক ও ড. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেককে স্বর্ণপদক, শংসাপত্র ও ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্ক'তি সম্মাননা পেয়েছেন ড. সুবল দেবনাথ, গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, সুদীপ কুমার নাথ, গুরু শ্রীমতী সিনহা ও এল বীরমঙ্গল সিনহা। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় শাল, মানপত্র ও ১০ হাজার টাকার চেক।

মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল সহ অতিথিগণ পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ড. আম্বেদকর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বেগম রোকেয়ার প্রতিক'তিতে পুপার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম শ্রদ্ধা ়াপন করেন। অনুষ্ঠানে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা দশরথ দেববর্মা ছাড়াও বহু ছাত্রছাত্রী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে ধন্যবাদ ়াপন করেন অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা কুন্তল দাস।

রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা আজ সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীযুও দেববর্মণ। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তা পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং সভায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা, রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নিজস্ব আয়ের উৎস বাড়াতে পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম সভার কাজকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি প'ায়েতগুলির কাছে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাকে উন্নত করাও রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা আরও জানান, সেন্ট্রাল এমপাওয়ারড কমিটি রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি র:পায়ণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার ম'রী দিয়েছে। কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, প'ায়েত পরিকাঠামো উন্নয়ন, ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রদান, তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এরমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৭৯৪ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে প'ায়েত পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৫টি নতুন প'ায়েত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতিটি প'ায়েত ভবনের নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হবে। গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলগুলিতে ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০৮টি কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সর'াম ক্রয় করে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সর্ম্পকে জনগণকে অবহিত করতে ১২টি অ্যাসপিরেশনাল ব্লকে পাবলিক ইনফরমেশন বোর্ড স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার ফাণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রী যীযুও দেববর্মণ বলেন, পাবলিক ইনফরমেশন বোর্ডগুলিতে সঠিক এবং চালু প্রকল্পগুলির তথ্য থাকতে হবে। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ র:পায়নে রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সদস্যাদের সঙ্গে পঞ্চায়েত দপ্তরকে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি।

সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নম:, দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম প'ায়েতের প্রধান ঝুনু দত্ত, অর্থ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব চৈতন্যমূর্তি, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব টি কে দেবনাথ সহ কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা বিধি মেনে অজয় নদে পুণ্যস্নানের ছাড়পত্র জেলা প্রশাসনের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : করোনা সংক্রমণের জেরে গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু, বীরভূমের শতাব্দী প্রাচীন জয়দেব কেন্দুলি মেলা বন্ধ করলেও করোনা বিধি মেনে অজয় নদে পুণ্যস্নানের ছাড়পত্র দিল জেলা প্রশাসনের। প্রতিবছর জয়দেব কেন্দুলি মেলায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসেন।

তৃতীয় ঢেউয়ে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বীরভূমে আক্রান্তের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দুলি মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। শুক্রবার বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথের তরফে একথা জানানো হয়েছে। তবে করোনা বিধি মেনে মকর সংক্রান্তির দিন অজয় নদে পুণ্যস্নানের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ভিড় যাতে না-হয় সেকথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হবে বিশেষ উদ্যোগ। ভিন রাজ্য ও জেলার মানুষ যাতে এই পুণ্যস্নানে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তার জন্য জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।

জয়দেব কেন্দুলি মেলায় পার্শবর্তী রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ আসেন। মকর বা পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে বিরাট মেলা বসে। মেলার মূল আকর্ষণ বাউলদের আসর। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাউলরা আসেন এখানে। সে কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ বছর মেলা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৮০ শতাংশ টিকাকরণ না হলে পাঁচ রাজ্যে ভোট নয়, কমিশনের কাছে দাবি প্রশান্ত কিশোরের

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : পাঁচ রাজ্যের ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুললেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। শুক্রবার এক টুইটে ভোট কুশলী বলছেন,"ভোটমুখী রাজ্যগুলির ৮০ শতাংশ জনগণের করোনার ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এটাই এই মহামারীর সময়ে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সবচেয়ে সুরক্ষিত পথ। বাকি সব কিছুই অনর্থক।" পিকে মনে করছেন, নির্বাচন কমিশন যে কোভিড বিধি রাজনৈতিক দলগুলির জন্য বেঁধে দিয়েছে, তা নির্থক, কেউ মানে না। তিনি বলছেন, "কমিশনের বেঁধে দেওয়া আদর্শ কোভিড বিধি পুরোপুরি অর্থহীন। কেউ এসব মানে না।"

প্রসঙ্গত, দেশে ওমিক্রনের প্রকোপ বৃদ্ধির পর পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি নতুন কিছু নয়। এর আগে খোদ এলাহাবাদ এবং উত্তরাখণ্ড হাই কোর্ট ভোট পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছে। নিদেনপক্ষে বড়বড় জনসভা যাতে রাজনৈতিক দলগুলি না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করতে কমিশনকে অনুরোধ করেছে আদালত।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে নির্বাচন কমিশন ভোট পিছানোর কথা ভাবছে না। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই পাঁচ রাজ্যের ভোট হতে পারে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত নেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।

১০ দফা দাবিতে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন ত্রিপুরার

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করা সহ ১০ দফা দাবিতে শুক্রবার শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন ত্রিপুরা। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের গরিব ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করতে দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

শ্রমমন্ত্রী

● **আটের পাতার পর** ছেলেমেয়েদের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। তাই জব ফেয়ারে কর্মসংস্থান খুঁজতে অনেক ছেলেমেয়ে আসছে। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আগামীতে আরও বড় আকারের জব ফেয়ারের আয়োজন করা হবে। আরও বড় বড় কোম্পানী কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে রাজ্যে আসবে। আর এই প্রক্রিয়া আগামীতেও চলতে থাকবে। শ্রমমন্ত্রী পরামর্শ দেন সময় নষ্ট না করে সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। কারণ সময়ের মূল্য যে দিতে জানে সাফল্য তার কাছে ধরা দেবেই।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধিকর্তা অদিতি মজুমদার জব ফেয়ার আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও ৫০তম পূর্ণরাজ্য দিবসের অংশ হিসেবে এই জব ফেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে চাকরি প্রার্থী যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন শ্রম দপ্তরের যুগ্ম কমিশনার বৈজয়ন্ত দাস ও মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার অনিশ র'ন ভ-াচার্য। উপস্থিত ছিলেন শ্রম দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণও। এদিন জব ফেয়ারে অংশ নেওয়া সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থ ক্লিন, জেএমবি অটো লিমিটেড, আদিত্য বিড়লা সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, আনন্দ স্পাইস ইণ্ডাস্ট্রি, প্রোগ্রেসিভ অটোমোবাইল প্রাইভেট লিমিটেড, তিরুপতি মোটর্স, অশোক লেল্যাণ্ড, পার্কলাইন হোটেল, ইস্টার্ন কমার্স ও ডেলিভারি প্রাইভেট লিমিটেড।

বিধানসভার অধ্যক্ষ

● **আটের পাতার পর** দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় এই ব্লকের ৪৫০ জন প্রসূতি মা ৫০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধা'লী যোজনায় ব্লকের ৩টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ব্লকের ৪,৭৭৩টি পরিবারের সদস্যকে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, ১৫ থেকে ১৮ বয়সীদের কোভিড টিকা দেওয়ার কর্মসূচিও শুরু হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় এই ব্লকের ১২৫টি মৎস্যজীবী পরিবারকে মাছের পোনা এবং উন্নত মাছ চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সভায় পূর্ত, শিক্ষা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া, বিদ্যুৎ নিগম এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধিগণও এই ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে সভায় পর্যালোচনা করেন। এই সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও পামেলা সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মন্টি দেবনাথ এবং ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যগণ।

তিন সদস্যের কমিটির নজরদারিতে সাগর মেলার অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : শুক্রবার জল্পনার অবসান। শর্তসাপেক্ষে এবছর গঙ্গাসাগর মেলার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মানতে হবে কোভিড বিধি। করা যাবে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে তিন সদস্যের কমিটি। কমিটিতে থাকবেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদি। বিরোধী দলনেতা বা তাঁর প্রতিনিধি। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি। শুক্রবার বেলা ২টোয় গঙ্গাসাগর মেলা হবে কি হবে না তা নিয়ে রায় শোনাল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি কেসান ডমা ভুটিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ।

এই বছর সাগর মেলা হবে কি না তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। ডিসেম্বরের মাঝ পর্ব পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারপর থেকে করোনা-ওমিক্রন বাড়তে থাকে সংক্রমণ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে মেলা বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জনৈক অভিনন্দন মণ্ডল। পেশায় চিকিৎসক অভিনন্দনের দাবি ছিল, পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে এই বছর মেলা বন্ধ রাখা উচিত। কারণ গঙ্গাসাগরে যে পরিমান সমাগম হয় প্রতি বছর তাতে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়। আবার মকর সংক্রান্তির দিন গঙ্গাসাগরে স্নান করেন লাখ লাখ মানুষ। তার ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার জানায়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় তারা তৈরি। কোভিড বিধি মেনে মেলার আয়োজন এবং পুণ্য স্নানের ছাড়পত্র দেওয়া যেতে পারে। রাজ্য সরকারের সেই উত্তরের প্রেক্ষিতেই শুক্রবার হাইকোর্ট মেলার আয়োজনে অনুমতি দিল। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেওয়ার জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিল। যে কমিটি গঙ্গাসাগরে করোনা বিধি মানা হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখবে।

একই সঙ্গে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার, সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিল আদালত। আরও বলল, মেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ করার ক্ষমতা থাকবে গঠিত তিন সদস্যের কমিটির হাতে।

জম্মুতে মিলল সন্দেহজনক ড্রোন, খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা

জম্মু, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): জম্মু শহরের উপকণ্ঠে পৌনি চক এলাকায় জমি থেকে মিলল সন্দেহজনক ড্রোন। বৃহস্পতিবার রাতে পৌনি এলাকার গুজরাল গ্রামের বাসিন্দা একটি ব্যক্তির জমিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় সন্দেহজনক ওই ড্রোনটি, জমির মালিক সন্দেহজনক "বস্তুটি" দেখতে পাওয়া মাত্রই পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে ড্রোনটি উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে পৌনি এলাকার গুজরাল গ্রামের বাসিন্দা এক ব্যক্তি জানান তাঁর জমিতে পড়ে রয়েছে ড্রোনের মতো দেখতে সন্দেহজনক একটি বস্তু। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর পুলিশ গিয়ে ওই বস্তুটিকে উদ্ধার করেছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, একেবারে ড্রোনের মতো দেখতে ওই বস্তুটি। বিশেষজ্ঞরা সেটি খতিয়ে দেখছেন।

পুড়ে ছাই

● **প্রথম পাতার পর।।** হয়েছে।

এদিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার চিত্তামারা অফিস টিলা বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে শুক্রবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতে মিষ্টির দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়ে যায়। পার্শবর্তী আরো একটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দোকান মালিক অনিল পাল জানিয়েছেন, স্টোভ থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে। মিষ্টির দোকানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আড়াই লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে এসে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন। ফলে আরো বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গোটা এলাকা। মিষ্টির দোকানের মালিকের অসাবধানতার কারণেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

যজ্ঞ

● **প্রথম পাতার পর।।** বিধানসভার অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহ বিজেপির সমস্ত বিধায়কগণ নিজ নিজ বিধানসভা কেন্দ্রে ওই যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ওই যজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কসবা কালীবাড়িতে যজ্ঞ করেছেন।

মুজিবুর

● **প্রথম পাতার পর।।** শৈশব থেকে পরিচয় এবং বন্ধুর সম্পর্ক। তাঁর বিশ্বাস, মুজিবের বিদেহী আত্মা বিচার অবশ্যই পাবে।

সংক্রমিত ১০৩

● **প্রথম পাতার পর।।** জেলায় ৭ জন, ধলাই জেলায় ৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ২ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন এবং গোমতি জেলায় ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

দীর্ঘ সময় করোনা শান্ত থাকার পর গত চার দিন ধরে গুটি গুটি পায়ে সংক্রমণ বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধি এখনই নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে আগামীদিনে ভয়াবহ র:প নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন জন সচেতনতা। কোভিড বিধি মেনে চলার প্রবণতা এখনো মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তাই, প্রশাসনের কঠোর ভাবে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হবে। সূত্রের খবর, আগামীকাল পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সাথে জেলা শাসকের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হবে। বৈঠকে পশ্চিম জেলায় আবারও করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর।।** রোগী নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই আচমকা সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। অবিলম্বে লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই রাজ্যেও করোনা সংক্রমনের হার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় কোথাও করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেলে হাসপাতালে নিয়ে আসা কষ্টকর হয়ে উঠবে। এই স্পর্শকাতর সময়ে সবকটি জেলা হাসপাতাল সহ রাজ্যের প্রধান তিনটি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

অসমে

● **প্রথম পাতার পর।।** সম্পূর্ণ ভ্যাকসিন্যাটেড শিক্ষার্থীর নিয়ে।

তিনি জানান, প্রকাশ্য স্থান বা সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানে ভ্যাকসিন নেননি এমন কেউ ঢুকতে পারবেন না। কেবল হাসপাতালগুলিতে ভ্যাকসিন-গ্রহীতারা প্রবেশ করতে পারবেন। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং সরকারি কার্যালয়ে যেতে গেলে লাগবে কোভিডের দ্বিতীয় ডোজের প্রমাণপত্র। যে সকল সরকারি কর্মচারী ভ্যাকসিন নেননি, আগামী ১৫ জানুয়ারির পর তাঁরা কার্যালয়ে যেতে পারবেন না। কেবল তা-ই নয়, প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান যেমন হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সরকারি কার্যালয়ে ভ্যাকসিন-ছুট কেউ প্রবেশ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের দাবি মতো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।

এভাবে প্রকাশ্য স্থানে আয়োজিত সভা-সমিতি, সামাজিক / সর্বজনীন অনুষ্ঠানে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহীতা সর্বাধিক ৫০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অনুমতিক্রমে সভা-সমিতি ইত্যাদি যে কোনও অনুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের কমপক্ষে প্রথম ডোজ-গ্রহীতা সর্বাধিক ২০০ জন অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সভা-সমিতি বা কোনও অনুষ্ঠান করতে হলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের (থানা কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকেও অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে। তছাড়া প্রেক্ষাগৃহ বা সর্বজনীন সভাগৃহ ইদ্যাদি বন্ধ কক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মোট আসনের ৫০ শতাংশ মানুষের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিবাহ ইত্যাদি ঘরুয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সর্বাধিক ৫০ জন। এক্ষেত্রেও কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। এদিকে অন্তিম সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ গ্রহণকারী সর্বাধিক ৫০ জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নয়া এসওপিতে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামীকাল থেকে বিকেল থেকে কোনও চুলাই ভাটি (চুলাই মদের ঠেক) খোলা যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা আরও জানান, আন্তঃরাজ্য যাতায়াত যথারীতি অব্যাহত থাকবে। নৈশ বাস চলবে নিয়মিত। তবে যাঁরা কোভিডের ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁরাই বাসে চড়তে পারবেন। যাত্রাপথে রাতে কোনও হোটেলে বসে খাবার খাওয়া যাবে না।

আসন্ন ভোগালি বিহু তথা পৌষ সংক্রান্তি পালনের ক্ষেত্রেও নয়া বিধি শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, সংক্রান্তির রাতে দশটার মধ্যে যার যার ঘরে যেতে হবে। দশটার আগে সর্বজনীন বিহুর আনন্দ উপভোগ করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, রাতে ভেলাঘরে থাকা উচিত নয়। পরেরদিন সকাল ছয়টায় পরম্পরা পালন করে ভেলাঘর জ্বালানোর পরামর্শ দিয়ে ড় শর্মা বলেন, উরুখা (সংক্রান্তি)-র দিন মাছ বাজারে যথেষ্ট ভিড় হয়। তাই সে সম্পর্কে পুলিশ লাইন-আপ করে দেবে।

কোভিডের চিকিৎসা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন থেকে কোভিডের চিকিৎসা বিনামূল্যে হবে না। কেবল দারিদর্যসীমার নিম্নবর্তী মানুষজনের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা হবে। সরকারি হাসপাতালে সরকারের নির্ধারিত হিসাবে খরচ দেবেন রোগীরা। তবে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ফিজ দিতে হবে না।

তাছাড়া, রাজ্যে যে গতিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে অঞ্চলে গত সাতদিনে ১০ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে কন্টেইনমেন্ট জোন বলে ঘোষণা করবে এলাকার প্রশাসন, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

াঙ্গন

কেপ টাউনেই ফিরছেন বিরাট

পিঠের চোটে ওয়ান্ডারার্স টেস্টে খেলতে পারেননি বিরাট কোহলি। কিন্তু কেপ টাউনে তিনি হয়তো জীবনের ৯৯তম টেস্ট খেলতে চলেছেন। এমনটাই ইঙ্গিত ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের। তিনি জানিয়েছেন, শেষ দু'দিন কোহলি অনেকটাই স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করছেন। নেটে ব্যাটও করেছেন। দলের ফিজিয়ো শেষ সিদ্ধান্ত নিলেও দ্রাবিড় মনে করেন, ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া টেস্টের আগে হাতে চার দিন পাচ্ছে ভারত। তত দিনে অধিনায়ক নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ম্যাচ শেষে সাংবাদিক বৈঠকে এসে দ্রাবিড় বলেন, "আমার মনে হয় বিরাট পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। শেষ কয়েক দিন ধরে ট্রেনিং করছে। দৌড়নো শুরু করেছে। নেটে থ্রো ডাউনের সাহায্যে ব্যাট করেছে শেষ দু'দিন।" যোগ করেন, "কেপ টাউনের আগে আরও দু'টো নেট সেশন পাবে। তা ছাড়া এখনও চার দিন পরে খেলা। আমি আশা করছি, ও খেলবে। ফিজিয়োর সঙ্গে এখনও আলোচনা করিনি। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, খুব একটা সমস্যা নেই।" সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট ভারত জেতার পরে অনেকেই মনে করেছিলেন, ওয়ান্ডারার্সেই সিরিজ জিতে যাবেন কে এল রাহুলরা। কারণ, বৃহস্পতিবারের আগে পর্যন্ত এই মাঠে টেস্টে ভারতকে হারাতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। সেই পরিসংখ্যানে জল ঢেলে দেয় ডিন এলগারের অপরাজিত ৯৬ রানের ইনিংস। ভারতীয় দলের হেড কোচের আফসোস, তাঁর দলের কেউ এই রকম ধৈর্যশীল ইনিংস খেলতে পারেননি দ্বিতীয় টেস্টে। বলছিলেন, "ব্যাটাররা যদি ক্রিজে থিতু হয়ে যায়, তাকে বড় ইনিংসে পরিণত করতেই হবে। প্রথম টেস্টে রাহুল সেঞ্চুরি করেছিল বলেই প্রথম ইনিংসে এত বড় ব্যবধানে আমরা এগিয়ে যাই। ম্যাচও জিতি। দ্বিতীয় টেস্টে অনেকেই ক্রিজে থিতু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বড় ইনিংসে পরিণত করতে ব্যর্থ।" তিনি আরও বলেন, "যে কোনও ব্যাটার যদি একটা হাফসেঞ্চুরির ইনিংসকে বড় রানে পরিণত করতে পারে, সেখানেই অতিরিক্ত ৭০-৮০ রান পেয়ে যায় দল। বোলারদের মধ্যেও লড়াই করার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। ব্যাটারদের বাড়তি দায়িত্ব নিতেই হবে।" দায়িত্বের কথা বলতেই ঋষভ পন্থের প্রসঙ্গ ওঠে সাংবাদিক বৈঠকে। কোচের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ঋষভের কি আরও কিছুটা সতর্ক হওয়া উচিত? দ্রাবিড়ের জবাব, "ঋষভ বরাবরই আক্রমণাত্মক ক্রিকেটার। ওকে কখনওই বলব না, স্বাভাবিক ক্রিকেট থেকে বেরিয়ে অন্য কিছু করুক। ওর এটাই রান করার ভঙ্গি।" যোগ করেন, "তবে শট বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা সচেতন হতে হবেই। কোন সময় কোন শট খেলা উচিত, সেটা বুঝতে হবে। ছোট কয়েকটি ভুল শুধরে নিতে পারলে আবারও আগের মতো রান আসবে ওর ব্যাটে।" হনুমা বিহারীর ব্যাটিংয়েও খুশি দ্রাবিড়। কিন্তু মহম্মদ সিরাজ আদৌ পরের টেস্টে ফিট হতে পারবেন কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন হেড কোচ।

টি-২০তে নিয়মের বদল, এবার থেকে ওভার শেষ করতে না পারলে ম্যাচের মাঝেই শাস্তি

দুবাই, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : টি-২০ তে নিয়মের বদল। ম্যাচের পরে নয়, এবার থেকে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে নির্ধারিত সময়ে ওভারের কোটা সম্পূর্ণ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট দলকে ততণাৎ শাস্তি পেতে হবে। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসির ক্রিকেট কমিটি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা অবিলম্বে তা প্রয়োগ করার কথাও ঘোষণা করেছে।

নতুন প্লেয়িং কন্ডিশন অনুযায়ী কোনও দলকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম বল করতেই হবে। তা না হলে সেই দল যত ওভার পিছিয়ে থাকবে, বাকি ওভারগুলিতে ৩০ গজের বৃত্তের বাইরে একজন ফিল্ডার কম রাখতে হবে। এটাই হবে তাদের ম্যাচের মাঝেই শাস্তি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যদি ইনিংস শেষ করার জন্য সময় নির্ধারিত করা হয় সন্ধ্যা ৬টা, তবে ঠিক ৬টার সময় ইনিংসের শেষ ওভারের প্রথম বল (১৯.১) করতে হবে ফিল্ডিং দলকে। যদি সেই দল ৬টার সময়ে ১৮ ওভার বল করে থাকে, তবে ইনিংসের শেষ ২ ওভারে তাদের ৫ জনের বদলে একজন কম, অর্থাৎ ৪ জন ফিল্ডার ৩০ গজের বৃত্তের বাইরে রাখতে হবে।

সম্প্রতি ইসিবি তাদের ১০০ বলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেডে এমন নিয়ম প্রয়োগ করে সাফল্য পেয়েছে। তাছাড়া উভয় ইনিংসের মাঝপথে আড়াই মিনিটের জলপানের বিরতির কথাও নতুন প্লেয়িং কন্ডিশনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও তা নির্ভর করবে সিরিজের আগে দুই দলের সম্মতির উপর। ১৬ জানুয়ারি জামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-২০ ম্যাচে প্রথমবার প্রয়োগ করা হবে নতুন নিয়ম। অন্যদিকে ১৮ জানুয়ারি থেকে সেঞ্চুরিয়নে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বি-পাক্ষিক সিরিজে মেয়েদের টি-২০ ক্রিকেটে প্রথমবার প্রয়োগ করা হবে এই নিয়ম।—হিন্দুস্থান সমাচার

ভরসার মান রেখেছে পুজারা-রহাণে

দীর্ঘ দিন ছন্দে নেই চেতেশ্বর পুজারা এবং অজিঙ্ক রহাণে। তাঁদের আউট হওয়ার ধরন নিয়েও কটাক্ষ করছিলেন সমালোচকরা। কিন্তু দল তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কঠিন সফরে কোনও তরুণ নয়, অভিজ্ঞ পুজারা, রহাণেকেই বেছে নিয়েছে ভারত। সুনীল গাওস্করের মতে ওঁরা সেই ভরসার মান রেখেছে।

জোহানেসবার্গে ভারত হেরে গেলেও তৃতীয় দিনের শুরুতে দ্রুত রান তুলে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন পুজারা এবং রহাণে। ১১১ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। গাওস্কর বলেন, "ওদের অভিজ্ঞতার জন্য দল ওদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অতীতে ওরা যে ধরনের ক্রিকেট খেলেছে, সেই জন্যই ওদের উপর ভরসা করা হয়েছে। সেটার মান রেখেছে পুজারা-রহাণে।"

ভারতের মাটিতে অভিষেক ম্যাচেই শতরান করেন শ্রেয়স আয়ার। ভারতীয় দলের সাজঘরে সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁদের বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতার উপরেই ভরসা রেখেছেন রাহুল দ্রাবিড়রা। গাওস্কর বলেন, "কিছু কিছু সময় আমরা সিনিয়র ক্রিকেটারদের উপর একটু বেশিই আক্রমণাত্মক হয়ে যাই। আসলে প্রতিভাবান তরুণরা বসে রয়েছে যে। তাদের একটু আলোয় আসা দরকার বলে মনে হয়। কিন্তু যত দিন সিনিয়র ক্রিকেটাররা রয়েছে এবং খুব খারাপ ভাবে আউট না হচ্ছে, তত দিন ওদের সুযোগ পাওয়া উচিত বলেই মনে হয়।"

দ্বিতীয় টেস্টে খেলেননি বিরাট কোহলী। প্রথম বার ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেন লোকেশ রাহুল। গাওস্কর বলেন, "এই প্রথম বার বিরাট না খেললেও ভারত হারল। সিডনিতে ড্র করেছিল। কিন্তু হারেনি কখনও। আমার মনে হয়ে ইনিংসের শুরুতে ডিন এলগার এক রানগুলো নিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। ভারত যদি ঠিক মতো ফিল্ডিং সাজাতে পারত তা হলে ওই রানগুলো আটকে দেওয়া যেত। তবে আমি বলব এই টেস্টে ভারত হারেনি, দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে।"

করোনা আবহে চলতি বছরের আইপিএল নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত। তা সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে দাপট দেখিয়ে চলেছে নোভেল করোনা ভাইরাস। নতুন বছরেও নতুন করে খেলার দুনিয়ায় থাবা বসিয়েছে এই ভাইরাস এবং তার নয়া স্ট্রেন। অনির্দিষ্টকালের জন স্থগিত হয়েছে রনজি ট্রফি-সহ সব ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। স্থগিত আই লিগও। আর এবার আসন্ন আইপিএল নিয়েও বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ।

গত বছর দেশের মাটিতে স্বাভাবিক ছন্দেই শুরু হয়েছিল আইপিএল। কিন্তু ভাইরাসের প্রকোপ বাড়তেই তা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ভাগ স্থানান্তরিত হয়ে পৌঁছে যায় দুবাইয়ে। বছরের শেষদিকে অক্টোবরে সেখানেই বাকি ম্যাচগুলি আয়োজিত হয়। তবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড মনে প্রাণে টুর্নামেন্টের ১৫ তম মরশুম দেশের মাঠেই করতে চায়। কিন্তু বাদ সাধছে ভারতের বর্তমান কোভিড গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন দেশে সংক্রমিত ১ লক্ষেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, জানুয়ারির শেষ দিকে দৈনিক সংক্রমণ পৌঁছতে পারে ৪-৫ লাখে। এমন পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না বিসিসিআই। তাই শোনা যাচ্ছে, কেবলমাত্র একটি শহরেই বসবে আইপিএলের আসর। সেক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হতে পারে মুম্বইকে।

চলতি বছরই প্রথমবার ১০ দলে হবে আইপিএল (জ্জঞ্জজ্র ২০২২)। নতুন দল হিসেবে যোগ দেবে লখনউ ও আহমেদাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজি। এমন পরিস্থিতিতে দুটি পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় বোর্ডের। প্রথমত, হোম-অ্যাওয়ে হিসেবে ম্যাচ আয়োজন। আর দ্বিতীয় করোনার দাপট বজায় থাকলে মুম্বইয়ের তিনটি স্টেডিয়াম- ওয়াংখেড়ে, ঙ্খঙ্খজ্জ এবং ডিওয়াই পাতিলে হবে ম্যাচ। ২০২০ সালের সম্পূর্ণ এবং ২০২১-এর অর্ধেক পর্বের আইপিএল হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে (ড্ডজ্ঞ)। আর এবারও একান্তই ঘরের মাটিতে আইপিএল আয়োজন সম্ভব না হলে, শেষমেশ মরুদেশেই চলে যেতে পারে টুর্নামেন্ট।

শুধু তাই নয়, ২ এপ্রিলের পরিবর্তে আইপিএল এগিয়ে আসতে পারে ২৫ মার্চ। ডাবল-হেডার কমানোর কারণেই এগিয়ে আনা হতে পারে টুর্নামেন্ট। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে সেই সময়ের করোনা পরিস্থিতির উপর। শোনা যাচ্ছে অতিমারী আবহে বদলে যেতে পারে এবারের নিলামের ভেন্যুও।

প্রতিষেধক নেব না কেন, নাদালের তির জোকোভিচকে

প্রতিষেধক না নিয়ে অস্ট্রেলীয় ওপেনে খেলতে এসে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া নোভাক জোকোভিচ পাশে পাচ্ছেন না রাফায়েল নাদালকে। বরং, কোর্টে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে জোরাল ফোরহ্যান্ডই মারলেন নাদাল যে, করোনার এমন একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবী। তা হলে প্রতিষেধক নিতে অস্বীকার করব কেন? জোকোভিচের জন্য নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে নাদালের। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় নামার পর থেকে যে রকম কঠিন পরিস্থিতির মুখে সার্বিয়ার তারকাকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, জোকারও তো জানতেন প্রতিষেধক নিয়ে না এলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তা হলে তাঁরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ইতিমধ্যেই মেলবোর্ন পৌঁছে যাওয়া রাফা বলছেন, "অবশ্যই যা চলছে, আমার ভাল লাগছে না। নোভাকের জন্য আমার খারাপও লাগছে। পাশাপাশি এটাও বলব, ও তো বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই সব কিছু জানত। প্রতিষেধক না নিয়ে এলে কী রকম পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতে পারে। নিজের সিদ্ধান্ত ও নিজেই নিয়েছে।"প্রতিষেধক না নিয়ে অস্ট্রেলীয় ওপেনে খেলতে আসা জোকোভিচকে বুধবার সীমান্তেই আটকে দেওয়া হয়। প্রতিষেধক না নেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে অস্ট্রেলিয়া আসতে দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। তার জেরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনকে পর্যন্ত আসরে নামতে হয়। জোরাল প্রশ্ন উঠেছে, টেনিস তারকাকে কেন স্বাস্থ্যবিধিতে বিশেষ ছাড় দেওয়া হল?প্রধানমন্ত্রী মরিসন এ দিন মন্তব্য করেছেন, ছাড় পেতে গেলে যে সব যোগ্যতামান থাকা দরকার, তা ছিল না জোকোভিচের। সেই কারণেই তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। স্পষ্ট ভাষায় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, "নিয়ম নিয়মই। সকলের ক্ষেত্রেই তা এক। অস্ট্রেলিয়া কাউকে আলাদা সুবিধা দেওয়ার কথা ভাববেও না।"ও দিকে জোকোভিচের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাঁকে বিশেষ ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বলেই তিনি অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসেছেন। এখন ভিসা আটকে দিয়ে বলা হচ্ছে, ফিরে যাও। সব মিলিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি। ভিসা না পেয়ে জোকোভিচ আদালতে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর আইনজীবীরা সওয়াল করছেন, কেন তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকতে দেওয়া হবে না? কেন তাঁর ভিসা মঞ্জুর হচ্ছে না? আপাতত মেলবোর্নের একটি হোটেলে আলাদা থাকছেন ন'বারের অস্ট্রেলীয় ওপেন বিজয়ী। সোমবারের আগে কোনও সুরাহা হবে না। আদালত আবার খুলবে সোমবারেই। নাদাল মনে করছেন, কারও জন্যই এই পরিস্থিতি ভাল নয়। বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়ার মানুষ খুব হতাশ হয়েছেন এই ঘটনায়। তাঁদের এই প্রতিক্রিয়াটাও খুব স্বাভাবিক কারণ অনেককেই কঠোর লকডাউনে থাকতে হয়েছে। নিজের দেশেই অনেকে ফিরতে পারেননি।"

জোকোভিচের সমর্থনে মিছিল মেলবোর্নে

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে গিয়ে নোভাক জোকোভিচ আটকে রয়েছেন মেলবোর্নে। তাঁকে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসন দপ্তর। এ অবস্থায় বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়ের প্রতি সমর্থন বাড়ছে গোটা বিশ্বজুড়েই। শুক্রবার জোকোভিচের পাশে দাঁড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ারই টেনিস তারকা নিক কির্গিয়স। সমর্থন করেছেন আমেরিকার জন ইসনারও। রেকর্ড ন'বারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী জোকোভিচ কার্যত 'বন্দি' রয়েছেন মেলবোর্নের পার্ক হোটেলে। শুক্রবার কির্গিয়স টুইট করেছেন, 'করোনার বিরুদ্ধে যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার সমর্থন করি আমি। মা এবং পরিবারের বাকিদের কথা ভেবে নিজেও টিকা নিয়েছি। কিন্তু যে ভাবে জোকোভিচের প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা শুধু খারাপ নয়, খুবই খারাপ। ওকে নিয়ে অনেক মিম, শিরোনাম তৈরি হতে দেখছি। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না জোকোভিচ অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড়। সবার উপরে ও একজন মানুষ, তাই ব্যবহার আরও ভাল হওয়া উচিত।' ইসনারের টুইট, 'জোকোভিচকে যা সহ্য করতে হচ্ছে তা একেবারেই ঠিক নয়। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে কোনও ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। এটা একটা লজ্জা।' জোকোভিচের সমর্থনে শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও মিছিল হয়েছে। মূলত টেনিস সমর্থক, অভিবাসী এবং টিকা-বিরোধী মানুষরাই তাতে অংশ নিয়েছিলেন।

সুস্থ মেসির প্রত্যাবর্তন প্যারিসে

লিয়োনেল মেসির কোভিড রিপোর্ট 'নেগেটিভ' চলে এল। আর্জেন্টিনার রোসারিয়ো থেকে তিনি প্যারিসেও ফিরে এসেছেন। দ্রুতই প্যারিস সাঁ জারমাঁয় সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। তাঁর নতুন ক্লাব প্যারিস সাঁ জারমাঁ জানাচ্ছে, খুব শীঘ্রই অনুশীলনে দেখা যাবে তাদের মহাতারকাকে। গত রবিবারই পিএসজি-র চার ফুটবলারের করোনা পরীক্ষার ফল 'পজিটিভ' আসে। তাঁদের মধ্যে মেসি ছিলেন এক জন। যদিও বছরের শেষ এবং নতুন বছরের উৎসব তিনি করেছিলেন নিজের দেশ আর্জেন্টিনায়। রোসারিয়োতে তাঁকে সস্ত্রীক পার্টি করতেও দেখা গিয়েছে। সোমবার ফরাসি কাপে পিএসজি-র ম্যাচে নামতে পারেননি মেসি।

চলতি মরসুমেই কুড়ি বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে বার্সেলোনা থেকে প্যারিসের ক্লাবে সই করেছেন তিনি। এই প্রথম বার্সেলোনা ছাড়া অন্য কোনও ক্লাবে খেলছেন আর্জেন্টিনীয় ফুটবলার। এখনও পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে পিএসজি-র হয়ে ১৬ ম্যাচে ৬টি গোল করেছেন তিনি। তবে ফরাসি লিগে ১১ ম্যাচে পেয়েছেন মাত্র একটি গোল। ফরাসি লিগে এক নম্বরেই রয়েছে পিএসজি। ১৯ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট তাদের। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের চেয়ে ১৩ পয়েন্টে এগিয়ে মেসিরা। পিএসজি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "মেসির করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে।"

এবার করোনা আক্রান্ত পেপ গুয়ার্দিওলা

ম্যানচেস্টার, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : করোনার সংক্রমণে জেরবার ফুটবল দুনিয়া। এবার করোনা পজিটিভ হলেন ম্যান সিটি ম্যানেজার পেপ গুয়ার্দিওলা। শুক্রবার এফএ কাপের ম্যাচে সুইনডন টাউনের বিরুদ্ধে ম্যাচে ম্যানেজারের আসনে থাকতে পারবেন না তিনি।

ম্যান সিটির তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "মঙ্গলবার করোনা পরীক্ষা হয় গুয়ার্দিওলা ও তাঁর সহকারী হুয়ানমা লিয়োর। দু'জনেই করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। এই দু'জনকেই নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। এর ফলে ম্যান সিটির জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকা ২১ জন সংক্রমিত হয়েছেন। যাঁর মধ্যে ১৪ জন কোচ বা তাঁর সহকারী। বাকি সাত জন ফুটবলার। তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে।"

শুক্রবার এফএ কাপে ম্যাচ রয়েছে ম্যান সিটির। সংশ্লিষ্ট বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "শুক্রবার সুইনডন টাউনের বিরুদ্ধে এফএ কাপের ম্যাচে ম্যানেজারের আসনে বসতে পারবেন না পেপ গুয়ার্দিওলা।" জানা গিয়েছে গুয়ার্দিওলার জায়গায় দায়িত্ব সামলাবেন, তাঁর আর এক স্পেনীয় সহকারী রোদোলফো বোরেয়।

বেয়ারস্টোর শতরান, ইংল্যান্ড এখনও পিছিয়ে ১৫৮ রানে

ওভাল, ৭ জানুয়ারি (হি.স) : চতুর্থ টেস্টের তৃতীয় দিন রান তুললেও সাত উইকেট হারাল ইংল্যান্ড। এর মধ্যে জো রুট কোনও রান না করে আউট হন। চলতি অ্যাশেজে ইংরেজ অধিনায়ক ছাড়া কারও ব্যাটই ভরসা হয়ে উঠতে পারছিল না। সেই তিনি শূন্য রানে ফিরে যেতে সিঁদুরে মেঘ দেখছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু একটা সময় ৩৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়েও লড়াইয়ে ফিরে এল তারা। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ২৫৮/৭।

ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনলেন বেন স্টোকস এবং জনি বেয়ারস্টো। প্রথম জন ভাগ্যের জোরে বেঁচে যান প্রথমে। ক্যামেরন গ্রিনের বল তাঁর উইকেটে লাগলেও বেল পড়েনি। মাঠের আম্পায়ার আউট দিলেও রিভিউ নিয়ে জীবন ফিরে পান স্টোকস। ৬৬ রান করেন তিনি। নেথন লায়নের বলে স্টোকস আউট হলেও দিনের শেষে ক্রিজে অপরাজিত শতরান করা বেয়ারস্টো। ১৪০ বল খেলে ১০৩ রানে অপরাজিত তিনি।

মাঝে ৩৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন মার্ক উড। তবে এখনও ১৫৮ রানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন প্যাট কামিন্স এবং স্কট বোলান্ড। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক, ক্যামেরন গ্রিন এবং নেথন লায়ন। সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে ইংল্যান্ড। চতুর্থ টেস্টেও বেশ ভাল জায়গায় অস্ট্রেলিয়া। এ বারের অ্যাশেজ হারালেও ইংল্যান্ডের সামনে অন্তত বাকি ম্যাচ জিতে সম্মান ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা করছেন বেয়ারস্টোরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেও তাদের থেকে এগিয়ে রইল ভারত

জোহানেসবার্গে প্রথম বার ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা। সিরিজে সমতা ফেরানোর সঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টও তুলে নিল ডিন এলগারের দল। দুটো টেস্ট খেলে একটা জিতে এগিয়ে গেল জয়ের শতাংশের হিসাবেও। যদিও পয়েন্ট তালিকায় ভারতের থেকে এক ধাপ নীচেই রইল তারা। সেঞ্চুরিয়ানে প্রথম টেস্টে হারের পর আট নম্বরে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় টেস্টে জিতে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে তারা। ৫০ শতাংশ ম্যাচ জিতে তিন ধাপ উঠে এসেছে প্রোটিয়ারা। ভারত যদিও হারের পরেও চার নম্বর জায়গা ধরে রেখেছে। তাদের জয়ের হার ৫৫.২১ শতাংশ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্ট নয়, জয়ের শতাংশের হিসেবে ক্রমতালিকা নির্ধারিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এখনও অবধি দুটি ম্যাচ খেলে একটিতে জেতায় তাদের জয়ের হার ৫০ শতাংশ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। দুই দলই এখনও অবধি সব ম্যাচ জিতেছে। তাই তাদের জয়ের হার ১০০ শতাংশ। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় টেস্ট শুরু ১১ জানুয়ারি থেকে। সেই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ পকেটে। দুই দলই তাকিয়ে রয়েছে কেপ টাউনের দিকে। ভারতের জন্য আশার খবর, সেই টেস্টে ফিরতে পারেন বিরাট কোহলী।

NIT NO:e-PT-30/EE/RD/MNU/D/2021-22, dt. 06-01-2022
The Executive Engineer. RD Manu Division. Dhalai District. Tripura invites c-tender from eligible bidders up to **02:00 PM 20/01/2022** for **Construction works (2 bid system)** under RD Manu Division. Dhalai. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will he available in the website only.
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on brhalf of Governor of Tripura
Er. Binoy Kr. Jamatia
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai.
ICA-C-3274/2021-22

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে অনিবার্য কারণবশত ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ ২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতার স্থান পরিবর্তন করা হইয়াছে। আগামী ১১ই জানুয়ারি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন ও দুর্গা বাড়ির পরিবর্তে অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইন্সস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত বিভাগের সকল প্রতিযোগীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ পত্র সহ সকাল ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।
'বহুজন হিতায়'
শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী
সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ট্রাফিক)
ত্রিপুরা, আগরতলা।
ICA-D-1609/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 8 January 2022, Friday আগরতলা ৮ জানুয়ারী, ২০২২ ইং, ■ ২৩ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভাবিপ্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্পসারণ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভাবিপ্রজন্মের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্পসারণ করছে রাজ্য সরকার। আজ যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে যুব সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ ও মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রক্তদান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এর পর বিগত বছরগুলিতে ক্রীড়া ও সেবামূলক ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্ক'তদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এনএসএস-এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা তৈরীর লক্ষ্যে, দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে সীমান্ত সংলগ সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ছাত্র জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রবাহমান ঘটনাবলী ও পারিপার্শিক শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচি সম্পর্কে পড়য়াদের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি স্কুলস পরিকল্পনা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে চলেছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এর সফল বাস্তবায়ণে বিভিন্ন শর্তাবলী শিথীলিকরণ সহ একাধিক ক্ষেত্রে আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সম্পসারণে স্বচ্ছতার পাশাপাশি মহিলা স্বশক্তিকরণ, সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ণে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের রোজগার সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোভিডের টিকাকরণ কর্মসূচির সুফল গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, স্বদেশীকতা, ঐতিহ্য ও পরম্পরার সমন্বয়ে দৃঢ় মানসিকতা ও কর্মনিষ্ঠা সাফল্যের পথে গতি সম্প্রসারিত করে। ছেলেমেয়েদের কর্মমুখী ও শিক্ষার সুযোগ সম্পসারণের পাশাপাশি তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, যুব সম্পদায়কে জীবনের সঠিক পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে আরও বেশী করে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ক্রীড়া ও সেবামূলক ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলিতে জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টা এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। তা অন্যদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে খেলাধূলার সাথে আরও বেশী করে যুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি। তার পাশাপাশি রক্তদানের মত সেবামূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যুব সম্পদায়ের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নেশা ও নেশা কারবারীদের নির্মলীকরণে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে আগামীদিনে ক্লাবগুলিকে সঙ্গে নিয়ে বড়মাত্রায় জনজাগরণ তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। জেলা ও মহকুমাস্তরে কর্মসূচির বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বেশী করে মানুষকে এর সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বর সেবা বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ পথে ও সেবামূলক ভাবনায় এনএসএস সহ সেবামূলক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এক মহতী কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। তিনি বলেন, এখনই সঠিক সময়। এই ছাত্রজীবন থেকেই সেবামূলক ভাবনায় মানুষের তরে কাজের মানসিকতা নিয়ে কাজ করা আবশ্যক। সেবামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামীজী যেভাবে যথার্থ মানব ধর্ম পালনের পথ প্রদর্শন করে গেছেন তা অনুকরণীয়। আজ এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব শরদিন্দু চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা প্রমুখ।

দুই জুয়ারী আটক শিলাছড়িতে

শিলাছড়ি, ৭ জানুয়ারি : রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজার হাটে জুয়ার আসর ক্রমশ বাড়ছে। জুয়ার কবলে পড়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই সর্বনাশা জুয়ার কবল থেকে রক্ষার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। শিলাছড়ি বাজারে পুলিশ হানা দিয়ে জুয়া খেলার সামগ্রী সহ দুই জুয়াড়িকে হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। আটক দুই জুয়ারী হল নিশু মগ এবং চার্লো মগ। তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। জানা গেছে, শিলাছড়ি বাজারসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাজারগুলিতে প্রতিনিয়ত সাপ্তাহিক হাটে জুয়ার আসর বসে। জুয়ার আসরে দিনমজুরসহ সাধারণ মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে সর্বশান্ত হচ্ছে।

কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার : শ্রমমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গত প্রায় ৪ বছরে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে সবাইকে সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রেও চাকরির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আগরতলায় শ্রম ভবনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জব ফেয়ার (চাকরি মেলা)র উদ্বোধন করে একথা বলেন শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, পশ্চিম জেলা কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এই জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়। রাজ্যের চাকরি প্রত্যাশী বা কর্মপ্রার্থী বেকার যুবক যুবতীদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে পশ্চিম জেলা কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনস্থ মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার। রাজ্য ও বহির্রাজ্যের মোট ৯টি সংস্থা বিভিন্ন পদে ৪১০ জনকে নিয়োগের জন্য আজ শ্রম কার্যালয়ে জব ফেয়ারের আয়োজন করে। এজন্য শ্রম ভবনে সকাল থেকেই ছিলো চাকরি প্রার্থীদের উপস্থিতি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২০ জলাই বেকার যুবক যুবতীদের কথা মাথায় রেখে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই প্রকল্পটি ডিরেক্টরেট জেনারেল অব এমপ্লয়মেন্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে সমস্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিকে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টারে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস এমনই একটি ক্ষেত্র যার মাধ্যমে বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ার গঠন সম্পর্কে বিস্তৃত পরিষেবা দেওয়া হয়।

এদিন জব ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস বলেন, কর্মপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমান সরকারের সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত লক্ষাধিক কর্মসংস্থান হয়েছে। রাজ্যে এখন শিল্প গড়ে উঠছে। যেখানে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এর পাশাপাশি মহিলাদের স্বশক্তিকরণের প্রক্রিয়া চলছে। স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে তাদের রোজগার বাড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। চাকরির প্রসঙ্গ টেনে শ্রমমন্ত্রী আরও বলেন, এখন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেজামারা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন ১৭ই, পরিদর্শন করলেন শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : হেজামারা জওহর নবোদয় বিদ্যালয় উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ ই জানুয়ারি। এ উপলক্ষে গতকাল লাইন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে বৈঠক করলেন শিক্ষা মন্ত্রী। পরবর্তী সময়ে অস্থায়ীভাবে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন শুরু হওয়ার স্থান পরিদর্শন করেন শিক্ষা মন্ত্রী। ছিলেন জেলাশাসক থেকে শুরু করে অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর মোহনপুর মহকুমার হেজামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আসে দিল্লির অনুমোদন। নতুন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়াও হয়ে গেছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো না থাকায় পঠন-পাঠন শুরু হয়নি। যা নিয়ে অভিভাবকদের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। বৃহস্পতিবার সে সমস্ত অভিযোগের অবসান করতে মাঠে নামলেন খোদ শিক্ষা মন্ত্রী।

এদিন মোহনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন অতিসত্বর শুরু করা এবং উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্তরে এক বৈঠক করা হয়। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক, মোহনপুর মহকুমা শাসক, সীমনা তমাকারি কেন্দ্রের এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, হেজামারা ব্লক বিইসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, খোয়াই জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। পরবর্তী সময়ে শিক্ষামন্ত্রী সমেত আধিকারিকরা হেজামারা ব্লকের বিপরীত পাশে অস্থায়ী ভাবে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের স্থানটি পরিদর্শন করেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী ১৭ ই জানুয়ারি এই স্থানে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হবে। পরবর্তী সময়ে খোয়াই চৌমুহনী এলাকায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে স্থায়ী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়।

রেডিওগ্রাফাররা ডেপুটেশন দিতে পারল না

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : চাকুরীর দাবিতে রেডিওগ্রাফাররা শুক্রবার গোর্খাবস্তিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করতে যান। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিকর্তা এদিন ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তাদের আসার জন্য জানানো হয়।

রাজ্যে ছয় শতাধিক বেকার রেডিওগ্রাফার রয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন ধরেই চাকরির প্রত্যাশায় রয়েছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার গত ৬ বছর ধরে কোন রেডিওগ্রাফার নিযুক্ত করেছে না। ২০১৬ সালে সর্বশেষ রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হয়েছিল। অবিলম্বে রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

তারা জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রেডিওগ্রাফারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা না হলে স্বাস্থ্য পরিসেবাও নানাভাবে বিঘ্নিত হয় বলে তারা দাবি করেন।

পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ে শুক্রবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা রাধা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা রক্তদান উৎসবে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।

রক্তদান শিবির এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের রাজ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ জয়সওয়াল বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করা সম্ভব। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে মায়েদের এনিমিয়ার প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এনিমিয়া মোকাবেলায় রক্তের প্রয়োজন। রক্তের চাহিদা পূরণ করতে হলে ব্যাপক সংখ্যায় রক্তদানে শামিল হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীকে যত্নবান হতে হবে। প্রতিটি প্রসূতি মাকে নিয়মিত নজরে রাখতে হবে। তাদের শরীরে কোন ধরনের উপসর্গ রয়েছে কি-না সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতে হবে। কারুর কোন উপসর্গ কিংবা রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্য কর্মীদের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানবতাবাদি মানুষজনকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আমার তহশিল নাগরিক পরিষেবা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসনিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রশাসনকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ মোহনপুর পুরপরিষদ প্রাঙ্গণে মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং মোহনপুর পুরপরিষদ ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত প্রশাসনিক শিবিরের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। জনগণকে সাথে নিয়েই তারা প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এর ফলশ্রুতিতে জনগণের কল্যাণে নানা রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সবাইকে নিয়ে আমরা যাতে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে পারি সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই বিষয়ে প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং বিভিন্ন কর্মসূচির সুফল যাতে যথাযথভাবে পাওয়া যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি জয়লাল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুরের মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর ওবিসি সাব কমিটির চেয়ারম্যান প্রভাত দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পা'য়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, শ্যামল দেবনাথ, তপন দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং অন্যান্য অতিথিগণ ৫০০টি ওবিসি এবং ৬০০টি পিআরটিসি সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন দায়িত্বশীল সুনাগরিক গঠনে এই বিকাশ খুবই প্রয়োজনীয়। আজ আমতলির বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের মুখ্য আধিকারিক প্রশান্ত কুমার দাস ও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ প্রমুখ। উল্লেখ্য, আজকের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও আইটিআই-র ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে ক্রীড়ামন্ত্রী মাঠে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। কিন্তু এর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পরবর্তীতে আমরা যে পেশার সাথেই যুক্ত হই না কেন, সেই পেশা, দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের নিষ্ঠাবান থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। নেশা ও সুস্থ সমাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ক্রীড়ামন্ত্রী একজোট হয়ে নেশার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার বলেন, যে কোনও ধরনের খেলাধুলাই মানুষের মনে নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগের বোধকে জাগ্রত করে। তাই তিনি অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়ার আবেদন জানান। এছাড়াও অন্যান্য অতিথিগণও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পরে অতিথিগণ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আমাদের সরকার এক নতুন ভারতের সাথে নতুন ত্রিপুরাও গড়তে চলেছে ঃ বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। এখন প্রশাসন ও উন্নয়ন মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যায়। এর জন্য কোন আন্দোলন করতে হয় না। এটাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের সাথে পূর্বতন সরকারের পার্থক্য। আজ বৃদ্ধনগরস্থিত 'গীতবিতান' হলে অনুষ্ঠিত পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভার শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী একথা বলেন। তিনি বলেন, এরাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কোভিড-১৯ অতিমারীও এই উন্নয়নের অগ্রগতিকে রুখতে পারেনি। এই উন্নয়নের মধ্যদিয়ে আমাদের সরকার এক নতুন ভারতের সাথে নতুন ত্রিপুরাও গড়তে চলেছে। করোনা পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সাধারণ প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীগণ এরাজ্যের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রেখেছে। যার জন্য এই অতিমারীর মতো দুর্যোগেও এরাজ্যের মানুষের খাদ্যাভাব হয়নি। তিনি বলেন, সারা রাজ্যের উন্নয়নের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে পুরাতন আগরতলা ব্লকের উন্নয়নও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ব্লকের বিভিন্ন দপ্তর ভিত্তিক যেসমস্ত কাজগুলি এখনো সমাপ্ত হয়নি সেগুলি দ্রুত শেষ করার জন্য দপ্তর আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, যে কাজগুলি খুব জরুরী সেগুলি আগে শেষ করতে হবে। যেসব রাস্তায় আলো নেই সেখানে স্ট্রিট লাইট জরুরী ভিত্তিতে বসাতে হবে। যেখানে রাস্তাঘাট, বীজ, নালা বেশী খারাপ সেগুলি আগে সারাই করতে হবে। কারণ বর্ষা এলে সে কাজগুলি আর করা যাবে না। যে এলাকায় রাস্তা বা নালা নেই সেখানেও অতি দ্রত গতিতে রাস্তা ও নালা তৈরী করে দিতে হবে।

সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ ব্লকের উন্নয়নে নিজ দপ্তরের কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। পর্যালোচনায় পুরাতন আগরতলা ব্লকের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি অর্থবছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এমজিএন রেগায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে ২ লক্ষ ১৩ হাজার ২৯১টি শ্রম দিবসের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১, ৫৮৮টি পরিবারকে বাসগৃহ দেওয়া হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, পুরাতন আগরতলা ব্লকে এখন পর্যন্ত ৫,০৬১টি বাড়িতে অটল জলধারা মিশনে পাইপলাইনে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন করে ৩০টি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে। আরও ১৪টি গভীর নলকূপ ও ১৮টি মলবোর খনন করা হবে। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান, ২০২১-২২ অর্থবছরে আমন ধানচাষের মরশুমে এই ব্লকের ২০০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় ব্লকের ৩৯,৩৭৫টি পরিবারকে বিভিন্ন ফলের চারা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পুপ উদ্যান প্রকল্পে ব্লকের ৬৭টি পরিবারকে ফুলচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

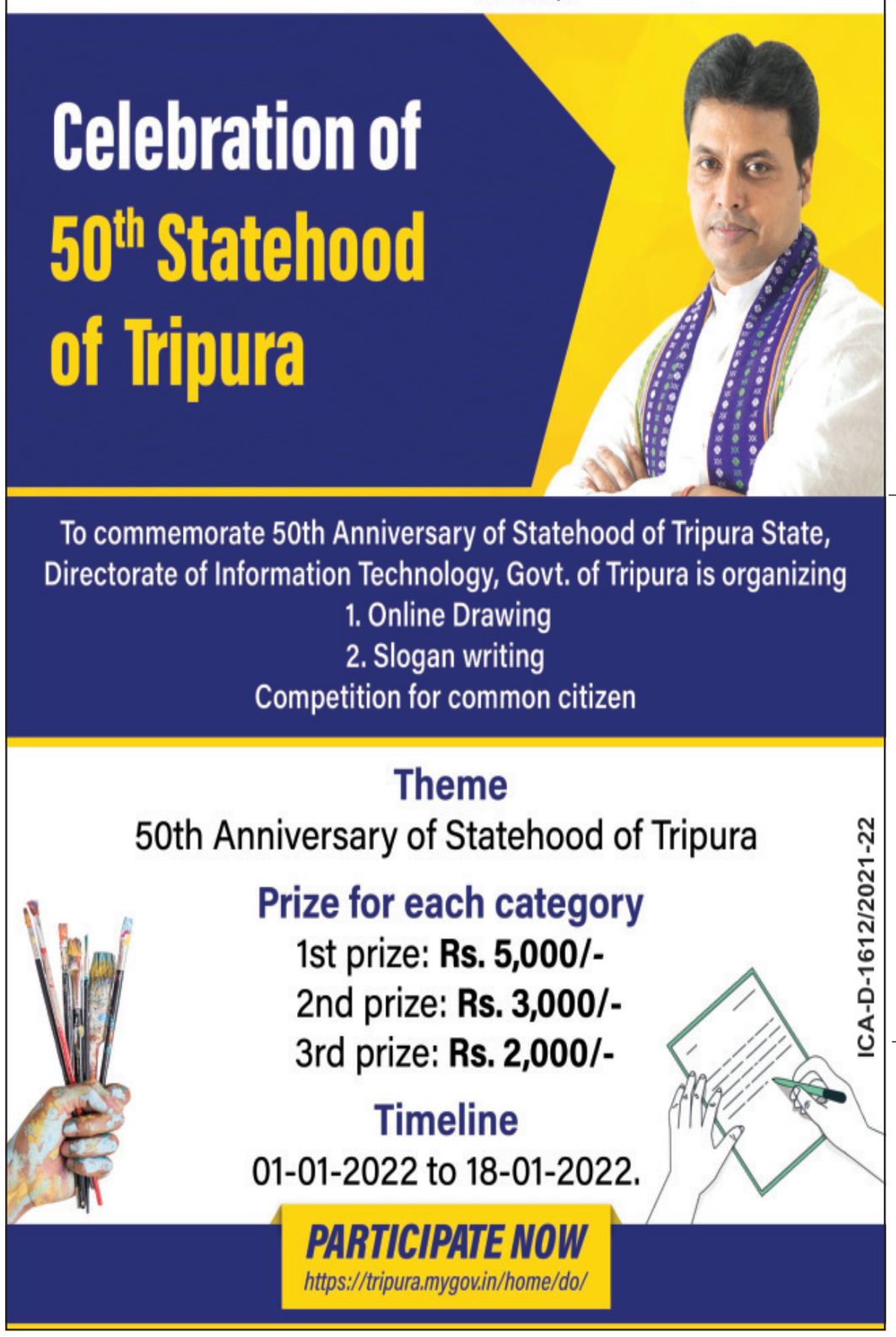

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।